



# মাঠপর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত উত্তম চর্চা, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ভূমি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাঠপর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত উত্তম চর্চা

1।	ভূমি অফিস চত্বরে ভূমির টানে নামে গণশুনানী কেন্দ্র চালু।	3
2।	স্বল্প সময়ে তথ্য সেবা প্রদান।	4
3।	ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা।	5
4।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে সেবা কেন্দ্র স্থাপন (সেবা ছাউনি)।	6
5।	সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা ও প্রতি সপ্তাহের সোমবার গণশুনানী।	7
6।	রেকর্ডরুম সজ্জিতকরণ ও নথি ব্যবস্থাপনা।	8
7।	ই-পর্চা।	9
8।	অফিস অটোমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন।	10
9।	মৃত্তিকার বন্ধন।	12
10।	সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমির দাগ সম্বলিত মোবাইল অ্যাপস।	13
11।	ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ।	14
12।	দালাল মুক্ত স্বচ্ছ ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান।	15
13।	"মনোহরদী উপজেলা ভূমি অফিস একটি জনবান্ধব ভূমি অফিস"	16
14।	তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় জনভোগান্তি হ্রাস।	17
15।	অর্পিত বাড়ির ছবি সহ ডিজিটাল রেজিস্টার।	19
16।	"অন দ্যা স্পট মিউটেশন"	20
17।	"ঋতিমান কম্পিউটারাইজেশ-নের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান এবং গ্রহণ সহজীকরণ "	21
18।	"অর্পিত সম্পত্তির নবায়ন সহজীকরণ ও লীজমানি আদায় নিশ্চিতকরণ"	22
19।	"নোটিশজারী সহজীকরণ "	23
20।	"মাটির হোয়া"	24
21।	"রংপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার – "ছায়াতরু"	25
22।	"উপজেলা পর্যায়ে "ক" তফসিলভুক্ত সম্পত্তির লীজ মানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।"	28
23।	"ওয়ানস্টপ নামজারি প্রক্রিয়া"	30
24।	"নামজারি সেবা সহজীকরণ।"	32
25।	"স্বল্পসময়ে ও সহজ উপায়ে মিউটেশন রিভিউ (মিসকেস) সম্পন্নকরণ"	33
26।	"নামজারী প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং দ্রুততম সময়ে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।"	35
27।	"রেকর্ডরুম বেহাল অবস্থা থেকে সু-হালে নিয়ে যাওয়া"	36
28।	জনসেবায় উপজেলা ভূমি প্রশাসন, সোনাইমুড়ী।	37
29।	কর্তব্যবোধের সহিত দায়িত্ব বোধঃ একসনা লীজ নবায়ন ফি আদায়ে অসাধারণ অর্জন ।	42
30।	স্বল্প সময়ে তথ্য সেবা প্রদান।	43
31।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাঃ) আদালতের বিবিধ মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ।	44
32।	অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ।	52

## উত্তম চর্চাসমূহ

### 1। ভূমি অফিস চত্বরে ভূমির টানে নামে গণশুনানী কেন্দ্র চালু।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস, নীলফামারী।
- ❖ সমস্যা সাধারণ ভূমি মালিকগণ জমি-জমার কাগজপত্র বুঝে না। অনেককে জমি-জমা নিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকারও হতে হয়। গ্রামের সাধারণ ভূমি মালিকগণের ভূমি বিষয়ক জ্ঞান না থাকায় অনেকে তাদের জমি-জমা ভোগ দখলকে সবকিছু মনে করেন স্বত্ত্বের কাগজ পত্র ঠিক আছে কিনা তার কোন প্রয়োজন মনে করেন। তাতে করে কিছু কিছু ভূমি মালিকরা জমি-জমার সমস্যায় পড়ে। ফলে বিভিন্ন অফিসে অফিসে ঘুরতে থাকে। সর্বোপরি সাধারণ ভূমি মালিকদের ভূমি বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয়।

### ❖ সমাধানঃ

1. ভূমির টানে গণশুনানী কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে প্রতি রবিবার ও বুধবার দুপুর ০২.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ভূমি মালিকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে সমাধানের পথ ও পরামর্শ প্রদানের ফলে জমি-জমা বিরোধসহ ভূমি মালিকরা হয়রানি শিকার থেকে মুক্ত হয়েছে। ফলে সাধারণ ভূমি মালিকদের মাঝে ভূমি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধিসহ হয়রানি রোধ হয়েছে। সর্বসাধারণের মধ্যে নামজারি, ভূমি উন্নয়ন করসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে। সাধারণ ভূমি মালিকরা জমি-জমা বিষয়ে হচ্ছে সচেতন।
  2. নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট স্থানে গণশুনানী কেন্দ্রে ভূমি মালিকরা জমি-জমার বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে পরামর্শ পাচ্ছে। হয়রানি রোধসহ অল্প সময়ে ভূমি মালিকরা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে। ফলে সময়, অর্থ, সঠিক পরামর্শ, সমস্যার সমাধান দ্রুতগতিতে হচ্ছে।
  3. গণশুনানী কেন্দ্র চালুর আগে ভূমি মালিকরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন অফিসে অফিসে জমি-জমার সমস্যা নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরতে থাকতো। এর ফলে অফিসগুলোতে জনগণের দ্রুত সেবা দিতে যেমন ব্যাঘাত ঘটতো, অন্যদিকে ভূমি মালিকদের সময়, অর্থ নষ্ট হওয়াসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হতো।
  4. ভূমি মালিকরা দিনের পর দিন জমি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেও সমাধানের সঠিক পথ বা সঠিক পরামর্শ না পাওয়ায় মামলা মোকদ্দমাসহ বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতো। গণশুনানী কেন্দ্র চালুর ফলে জমি বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা ভূমি মালিকরা বলতে পারছে। নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট স্থানে ভূমি বিষয়ে সমস্যার সঠিক পথ, সঠিক পরামর্শসহ দ্রুত সেবা পাচ্ছে। এর ফলে জমি বিরোধ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ভূমি মালিকরা হচ্ছে সচেতন। নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, সিটিজেন চাটারসহ বিভিন্ন সেবা পাচ্ছে দ্রুত। ভূমি মালিকদের দ্রুত সেবা প্রদানে গণশুনানী কেন্দ্রটি অগ্রণী ভূমি রাখছে।
- ❖ সমস্যার সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ জনগণের হয়রানিসহ অর্থ ও সময় অপচয় এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান।

## 2। স্বল্প সময়ে তথ্য সেবা প্রদান।

- ❖ বাস্তুবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি অফিস, বান্দরবান সদর, বান্দরবান।
- ❖ সমস্যাটি কি ছিলঃ দুর্গম পাহাড়ী এলাকা হওয়া দুর দুরান্তের সাধারণ জনগণের ভূমি সংক্রান্ত তেমন কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ভূমির তথ্যের জন্য দালালের শরণাপন্ন হতো।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছেঃ সাধারণ জনগণের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে পাওয়ার জন্য ভূমি অফিসের সামনে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ সমস্যার সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ দালাল মুক্তকরণ এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান।

### 3। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি অফিস, বরিশাল সদর, বরিশাল।
- ❖ সমস্যাঃ জনসাধারণের কাংখিত চাহিদা অনুযায়ী অফিসের নামজারী কেস নথি, খাসজমির বন্দোবস্ত কেস নথি, ১৫০ ও ১৪৩ ধারার বিবিধ কেস নথি, জমির হিসাব বিবরণী (Statment ) নথি, সাটিফিকেট মোকদ্দমার নথি, অর্পিত সম্পত্তি মোকদ্দমার নথি ও আর ও আর রেজিস্টারসমূহ সুবিন্যস্ত আকারে সংরক্ষিত না থাকায় নথি/ রেজিস্টারসমূহ বিনষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়াসহ সময়মত নথি খুঁজে পাওয়া যেত না বিধায় জনগণের কাংখিত চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সরবরাহ করা যেত না।
- ❖ সমস্যাটির সমাধানঃ এ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের অরক্ষিত এলোমেলো নথি/ রেজিস্টারসমূহ নথির ক্রমিক অনুসারে বৎসর অনুযায়ী আলাদা বান্ডিল করে সুবিন্যস্ত আকারে সাজানো। এবং ডিজিটাল নামজারী সম্পন্নপূর্বক ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণ।
- ❖ উদ্ভাবনঃ পুরাতন নথি ও রেজিস্টারসমূহ ক্রমিক অনুযায়ী এবং বৎসর ওয়ারী সুবিন্যস্ত আকারে রেকর্ড সংরক্ষণ করার ফলে স্বল্প সময়ে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সরবরাহ হচ্ছে।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থাঃ পূর্বের নথিসমূহ এলোমেলোভাবে অরক্ষিত থাকায় বিনষ্ট হতো। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নথি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল এবং চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে বিলম্ব হতো। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হতো না। ফলে জনগণের ভোগামিত হতো।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে এটির ভূমিকাঃ রেকর্ড সুবিন্যস্ত থাকার কারণে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী খুব দ্রুত নথি ও রেকর্ডসমূহ প্রদর্শনসহ তথ্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
- ❖ শিক্ষণীয়ঃ সুবিন্যস্ত রেকর্ডরুম ও ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণ জনসাধারণকে আমতরিকতার সাথে উত্তম সেবা প্রদান করা সম্ভব।

4। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে সেবা কেন্দ্র স্থাপন (সেবা ছাউনি)।

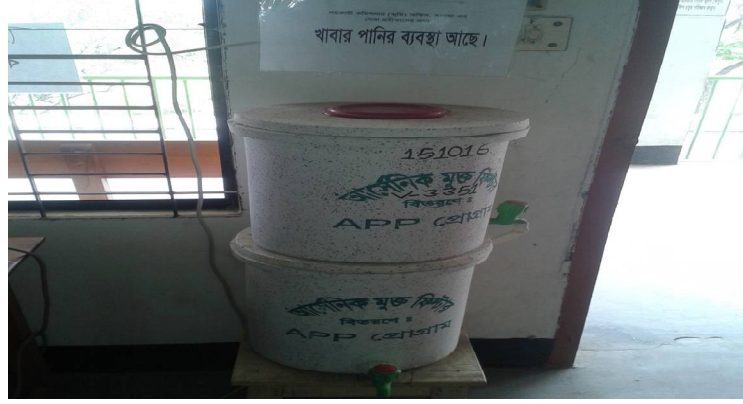
- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোয়ালমারী এর কার্যালয়, ফরিদপুর।
- ❖ সমস্যাঃ সেবা কেন্দ্র না থাকায় জনগণ অফিসের চারপাশে ঘুরাফেরা করত এতে জনগনের ভোগামিত্র হত। কোন কাজের জন্য কোথায় কার কাছে যেতে হবে এ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে।
- ❖ সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবনঃ সেবা কেন্দ্রে জনগণকে নিয়ে একসাথে বসে গোল টেবিল বৈঠক করা হচ্ছে। গোল টেবিল বৈঠকে জনগণকে বিভিন্ন ফরম পূরণ ও জমি জমা সংক্রামিত্ত পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।



- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থাঃ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বে জনগণ এ অফিসে বসার স্থান না পেয়ে চারপাশে ঘুরাফেরা করত। দালালের সহযোগিতা নিত সেবা পাওয়ার জন্য। ফলে সেবা পেতে জনভোগান্তির সৃষ্টি হত।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ জনগণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা কেন্দ্রটি জনগণ কিভাবে নামপত্তন করতে হয়, কিভাবে খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয় এবং জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে বিসম্মারিত পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া হাল রেকর্ড সংশোধনের বিষয়েও জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।
- ❖ শিক্ষানীয়ঃ এ উদ্ভাবনের মাধ্যমে জনগণ এ অফিসের নিকট হতে জমিজমার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করছেন। প্রতি সপ্তাহে একবার জনগণকে নিয়ে গণশুনানীর মাধ্যমে জমিজমার বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

5। সুপেয় পানির জলের ব্যবস্থা ও প্রতি সপ্তাহের সোমবার গণশুনানী।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি), সালথা এর কার্যালয়, ফরিদপুর।
- ❖ সমস্যাঃ সেবা গ্রহীতা তৃষ্ণার্থ জনগনের সুপেয় খাবার পানির ব্যবস্থা ছিল না ও গণশুনানী ছিল না।
- ❖ সমস্যাটির সমাধানঃ স্থানীয় NGO অফিস থেকে আর্সেনিক মুক্ত ফিল্টার ক্রয় করে আর্সেনিক মুক্ত খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে ও জনগনের ভূমি সংক্রামত্ব সমস্যাটি প্রতি সোমবার শোনা হচ্ছে এবং সেবা গ্রহীতাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।



- ❖ সমস্যা সমাধানের উদ্ভাবনঃ জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে গণশুনানীনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ জনগন ভূমি সংক্রামত্ব ব্যাপারে সমস্যাটি কোথাও বলতে পারতো না।
- ❖ জনগনের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ ভূমি সেবা ছাতার মাধ্যমে জনগন সমস্যাটি সেবা কেন্দ্রে প্রকাশ করতে পারছে এবং সাথে সাথে সমাধান করতে পারছে।



- ❖ শিক্ষণীয়ঃ এই উদ্ভাবনটিতে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ভূমি সেবা ছাতায় জনগন হয়রানির স্বীকার হতে মুক্তি পাচ্ছে এবং সেবা গ্রহনের সাথে সাথে আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করে আর্সেনিক নামক রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছে। ফলে সরকারি দপ্তরে জনবান্ধব সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

## ৬। রেকর্ডরুম সজ্জিতকরণ ও নথি ব্যবস্থাপনা।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি অফিস, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
- ❖ সমস্যাটি কী ছিলঃ পূর্বে রেকর্ডরুমে নথি এলোমেলোভাবে ও অগোছালোভাবে ছিলো। মেঝেতে ও আলমারীতে স্তুপ আকারে রাখা হতো। ফলে সহজে নথি খুঁজে পাওয়া যেত না।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছেঃ বছর/সন ওয়ারী নথিসমূহ ক্রমানুসারে ১০০ টি করে বান্ডেল করা হয়েছে। প্রতিটি বান্ডিলের উপরে ক্রমানুযায়ী ট্যাগ লাগানো হয়েছে। সে অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং যাঁ কের তাকেও অনুরূপভাবে ট্যাগ লাগানো হয়েছে।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কী ছিলোঃ বছর/সন ওয়ারী ১০০ টি করে নথির ক্রমানুসারে বান্ডেল করা হয়েছে এবং বান্ডেল ও র্যাকের গায়েও অনুরূপভাবে ট্যাগ লাগানো হয়েছে।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের আগে পূর্বের অবস্থা কী ছিলোঃ পূর্বে এলোমেলোভাবে ট্যাগবিহীন অবস্থায় নথিসমূহ মেঝেতে চটের বস্তায় ভরে স্তুপ আকারে রাখা হতো। যার ফলে কোন নথি খুঁজতে গেলে একাধিক বস্তা খুলে খুলে একটি একটি করে নথি খুঁজতে হতো, এতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো। অনেক সময় দিনের পর দিন লেগে যেতো।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কীভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ সুসজ্জিতভাবে ও ক্রমানুযায়ীভাবে রেকর্ডরুমে নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের ফলে কম সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন রিভিউ/ আপীল/ রিভিশন মামলায় তলবকৃত নথি সহজেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে দ্রুততম সময়ে জনগণ সেবা পাচ্ছে। দিনের পর দিন নথির জন্য ঘুরতে হচ্ছে না।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কী শিক্ষণীয় রয়েছেঃ সুসজ্জিতভাবে ও ক্রমানুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনার ফলে দ্রুততম সময়ে নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এতে অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে না।

## 7। ই-পর্চা।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকা : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর।
- ❖ শিরোনাম: ঘরে ঘরে ই-পর্চা ডেলিভারী।
- ❖ সমস্যাটি কি ছিল : পূর্বে জনগণকে দূর দুরান্ত থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে পর্চার আবেদন দাখিল করতে হতো। আবার পরবর্তীতে পর্চা ডেলিভারী নিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এ আসতে হত। মানুষের খরচ ও ভোগান্তিতে পড়তে হত।
- ❖ কিভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে: নাগরিকরা যাতে ঘরে বসেই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তাদের প্রার্থীত পর্চা ডেলিভারি পেতে পারে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসক ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'ঘরে ঘরে ই-পর্চা ডেলিভারী' নামে একটি উদ্যোগ গ্রহন করেন।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন: 'ঘরে ঘরে ই-পর্চা ডেলিভারি' নামক একটি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নাগরিকরা ঘরে বসেই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তাদের প্রার্থীত পর্চা ডেলিভারি পাচ্ছে। বর্তমান জেলা প্রশাসক জমির পরচা ডেলিভারীতে জনগনের বিভিন্ন অসুবিধার কথা চিন্তা করে 'ঘরে ঘরে ই-পর্চা ডেলিভারী' নামক একটি উদ্যোগ গ্রহন করেন। জনগণ স্ব স্ব ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্চার আবেদন করতে পারবেন সরকারি ফি সহ নামমাত্র মূল্যে। উক্ত ইউডিসি' র উদ্যোগে যশোর ওয়েব পোর্টাল এর নাগরিক আবেদন অপশনটি ব্যবহার করে জেলা ই-সেবার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্চা আবেদন দাখিল করেন এবং তিনদিন পর জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে এসে পরচাটি ডেলিভারী নিয়ে জনগণকে সরবরাহ করে থাকেন। এতে করে জনগণের অর্থ ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিল: পূর্বে জনগণকে দূর দুরান্ত থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে পর্চার আবেদন দাখিল করতে হতো। জেলা রেকর্ড রুম থেকে হাতে লেখা পর্চা সরবরাহ করা হতো। পুনরায় আবার পর্চা ডেলিভারী নিতে নাগরিকদের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এ আসতে হত। মানুষের খরচ ও ভোগান্তিতে পড়তে হত।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে: তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের সুফল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। মানুষ এখন সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভোগান্তি ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি সেবা গ্রহন করতে পারছে। এতে মানুষের জীবনযাত্রা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বেড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিতে দেশের প্রথম জেলা হিসেবে যশোর জেলায় ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র ও জেলা ই-সেবা কেন্দ্র চালু হয়। জেলা ই-সেবা কেন্দ্র চালু হবার পর থেকে জনসাধারণ ই-সেবা কেন্দ্র হতে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা গ্রহন করতে পারছেন। জমির পর্চার নকল তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের আবেদন করতে পারছেন। এ ছাড়া আবেদনকারী দাখিলকৃত আবেদনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছেন। বিশেষ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-সেবা কেন্দ্র চালু হবার পর জমির পর্চার নকলের জন্য মানুষকে এখন আর রেকর্ড রুমে যেতে হয় না। ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে এখন জমির পরচার নকলের আবেদন দাখিল ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা গ্রহন করতে পারছেন। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সেবা পাওয়া অনেক সহজতর হয়েছে। এর ফলে তাদের মত অনেক সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায় জনসাধারণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি মানুষের খরচ ও ভোগান্তি কমছে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে: "Service at Doorsteps" বা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার এক উজ্জ্বল মাইলফলক হতে পারে এটি। ইউনিয়ন পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে সরকারী সেবা প্রাপ্তিতে একদিকে যেমন সেবাগ্রহীতার সময়, অর্থ ও ভোগান্তি কমছে অন্যদিকে সরকারের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া তথাকথিত দালাল শ্রেণীর কুপ্রভাব মুক্ত হচ্ছে। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিমুহূর্তে জনগণের নিকট প্রতিভাত হচ্ছে প্রকটরূপে।

## ৪। অফিস অটোমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকা : উপজেলা ভূমি অফিস, যশোর সদর, যশোর
- ❖ সমস্যাটি কি ছিল : উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আগমনকারী সাধারণ জনগণের একটি বড় অংশই মূলত নামজারী ও জমাখারিজ, মিসকেস, খাস ও অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত আবেদন জমাদান, ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ইত্যাদি বিষয়ক সেবা গহণ করতে আসেন। এ ক্ষেত্রে নানা রকম হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হওয়া ছাড়াও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের সেবা প্রদান অনেক সময়ই নিশ্চিত করা যায় না- কেবল মাত্র সুনির্দিষ্ট একটি কেস ডায়রী বা উপযুক্ত রেজিস্টার না থাকার কারণে। যেহেতু নিয়মমাফিক হাতে লিখে রেজিস্টার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা সবসময় সম্ভব হয় না, তাই কোন নথি কার কাছে কতদিন যাবত আটকা পড়ে আছে সেটি জানা খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। পাশাপাশি হাতে লেখার ফলে যথাযথভাবে সব তথ্য সন্নিবেশ ও সঠিকতা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- ❖ কিভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে: অফিস অটোমেশন সিস্টেম নামে একটি সফটওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে, যেটি নামজারী, মিসকেস, খাস ও অর্পিত সম্পত্তি, ডিসিআর মূলে সরকারী অর্থ আদায়, রেকর্ডরুম ব্যবস্থাপনা, এমনকি অফিস ও জনবল প্রভৃতি বিষয় ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলি সহজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও নির্ভুল উপায়ে করতে সক্ষম ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় ও কাজের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সারসংক্ষেপ এক নজরে দেখা যায়, ফলে শতভাগ জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নামজারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে (<http://jessore.gov.bd>) ঘরে বসে বা নিকটস্থ ইউডিসিতে গিয়ে যেমন অনলাইনে আবেদন করতে পারছেন, তেমনি ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা উপজেলা ভূমি অফিসে গিয়ে হার্ডকপিতেও আগের মতোই আবেদন করতে পারছেন। সেক্ষেত্রে অফিস সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত কর্মচারী ঐ আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বর্ণিত অটোমেশন সিস্টেমে এন্ট্রি করছেন এবং এটি সহকার কমিশনার (ভূমি) এর প্রাথমিক স্বাক্ষর থেকে শুরু করে চাড়া আদেশ বা নিষ্পত্তি পর্যন্ত প্রতিটি কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নানা ধাপ ও চেক পয়েন্ট অতিক্রম করে সম্পন্ন হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন কাজ নির্ভুল হচ্ছে, অপরদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি রেজিস্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী ও হালনাগাদ হচ্ছে। বাড়তি সুবিধা হিসেবে রয়েছে-আবেদন নিষ্পত্তির প্রতিটি ধাপে আবেদনকারীগণের মুঠোফোনে স্বয়ংক্রিয় ক্ষুদ্রে বার্তা বা এসএমএস প্রেরণ; ফলে তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে-আবেদনটি কার কাছে কী অবস্থায় রয়েছে। মুঠোফোন থেকে এসএমএস পাঠিয়েও আবেদনের অবস্থা অনুসন্ধান করা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সাথে আগত বা মূল খতিয়ান এবং প্রস্তাবিত বা নতুন সৃজিত খতিয়ানগুলি চিরদিনের জন্য ক্লাউড সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়ে থাকছে। এতে করে রেকর্ড বিনষ্ট হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার কোন ভয় থাকছে না। যে কেউ চাইলে অনলাইন ডাটাবেজ থেকে তার নিজস্ব খতিয়ানটির সঠিকতা যাচাই করে নিতে পারছেন খুব সহজে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন: সমস্যা সমাধানে মূল উদ্ভাবন ছিল-একটি যুগপোযোগী, কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত সিস্টেম বা সফটওয়্যার নির্মাণ করা, যেটি এ যাবত মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তি পর্যায়ে সময়ে সময়ে করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে নানা ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হলেও এর আগ পর্যন্ত এ ধরনের শতভাগ কার্যকর ও অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত সফটওয়্যার একটিও নির্মিত হয়নি। শুধু তাই নয়, এ সিস্টেমের কার্যকরিতা এবং ব্যবহার উপযোগিতার কারণে এটি উদ্ভাবনের মাত্র এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ৩০ টির বেশি উপজেলা ভূমি অফিসে চালু হয়েছে, যা সীমিত সাধ্য ও উপকরণের ব্যবহার করে বেসরকারী উদ্যোগে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের এক অনবদ্য ঘটনা এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিল: বর্তমানে উদ্ভাবনের পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে নামজারীসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হতো এবং তখন কোন কোনো নামজারীর ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগতো-

এমন নজিরও রয়েছে। মূলত রেজিস্টার তৈরী ও সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিক না হওয়ায় এবং কার্যকর কোন নজরদারী বা মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় এ ধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটতো।

❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে: জনগণ আবেদন করার পর সেটি গৃহীত হলে তাৎক্ষণিকভাবেই একটি এসএমএস বার্তা তারা পাচ্ছেন, সেখানে আবেদন নম্বর, তারিখ, শুনানীর তারিখ, ট্র্যাকিং নম্বর, প্রয়োজনের যোগাযোগ করার জন্য ওয়েবসাইট ও হটলাইন নম্বর ইত্যাদি থাকছে। এতে করে সাধারণ মানুষের মনে সরকারী দপ্তর ও প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া সেবা প্রাপ্তির প্রতিটি ধাপে আবেদনের অবস্থা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তিতে তাদের হয়রানি এবং দূর্ভোগ কমছে। আর বর্তমানে সেবা প্রদান পদ্ধতিতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। আগেতে চেয়ে অনেক কম সময়ে দূত ও নির্ভুল উপায়ে নির্ধারিত সেবা প্রদান করা যাচ্ছে।

❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে:

1. সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে সব কিছুই সম্ভব। ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে আরো যে সব বিষয় নির্মাণাধীন রয়েছে, সেগুলির ব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ নানা সরকারী দপ্তর এমনকি অনেক বিদেশী দাতা সংস্থাও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে, যদিও সে সবে কখনোই আজ পর্যন্ত সফলভাবে আলোর মুখ দেখেনি।
2. সমবেত বা সমবায়ভিত্তিক প্রয়াস যে কোন সফলতার মাত্রাকে বহুগুণে বর্ধিত করে। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাংগা উপজেলা থেকে যে স্টেমটি জন্মলাভ করেছিলো, তার সাথে বাংলাদেশের নানা প্রান্তে কর্মরত একাধিক সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আন্তরিক প্রয়াস, সহযোগিতা এবং নিয়মিত এর উন্নয়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করার কারনেই এই অটোমেশন সিস্টেমটি এতো অল্প সময়ে এত বেশি কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে।
3. তৃণমূল পর্যায় থেকেই মূল উদ্ভাবন সূচিত হয়। আর সে ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনাও থাকে অনেক বেশি। বরং উপর থেকে চাপিয়ে দিলে তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম।
4. যে কোন বড় বড় প্রকল্প গ্রহণের আগে তৃণমূল পর্যায়ে যারা ঐ ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

## 9। মৃত্তিকার বন্ধন।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকা: উপজেলা ভূমি অফিস, কালাই, জয়পুরহাট
- ❖ সমস্যাটি কি ছিল: সমগ্র বাংলাদেশে ভূমি অফিস গুলোতে সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো অপেক্ষমান জনসাধারণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে সরাসরি সাক্ষাত করতে পারে না এর ফলে ভোগান্তি, হয়রানী এবং দালালদের দৌরাত্ম সৃষ্টি হত। ঘুষ, হয়রানি এবং দুর্নীতিরও প্রধান কারণ এটি।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে : “মৃত্তিকার বন্ধন” কার্যক্রমটিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রত্যেক কার্যদিবসে সকালে কমপক্ষে ০২ (দুই) ঘন্টা অফিসের সামনে তৈরী সেবা প্রদান ঘরে (যার নাম দেয়া হয়েছে মৃত্তিকার বন্ধন) বসে সরাসরি জনগনের সমস্যা শ্রবণ করেন এবং চেষ্টা করা হয় তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে। সেবা প্রদান ঘরটিতে সেবা প্রার্থীদের জন্য বসার ব্যবস্থা সহ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাশে একটি ফুলের বাগনও তৈরী করা হয়েছে। একটি রেজিস্টার মেইনটেইন করা হয় এতে সেবা নিতে আসা সেবা গ্রহীতাদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লেখা হয়। তবে তাৎক্ষণিক সেবা দিতে না পারলে পরবর্তীতে ফোনে জানিয়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি একটি ভূমি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। এতেও জনগণ সরাসরি ফোন করে বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য ও তারিখ জানতে পারে।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিল : উদ্ভাবন ছিল মূলতঃ জনগণের সাথে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সরাসরি কথোপকথন এবং তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি একটি গণমুখী ও জনবান্ধব ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিল : বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বে গ্রামের সাধারণ জনগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে সরাসরি কথা বলতে ভয় পেত এবং সহজে দেখা করতে আসত না। মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম ছিল। সেবা প্রত্যাশিগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং সময়ের কাজ যথা সময়ে পেতেন না।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি : সেবা প্রদানে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার প্রধান দিক হলো এটিতে ভূমিকা রাখছে। ঘুষ, হয়রানী, দুর্নীতি এবং দালালদের দৌরাত্ম কমে গিয়েছে। জনবান্ধব ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং জনগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে সরাসরি তাদের সমস্যার কথা সহজে খুলে বলতে পারছে।
- ❖ শিক্ষণীয় : প্রধান শিক্ষণীয় হলো গণমুখী ও জনবান্ধব ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

#### 10। সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমির দাগ সম্বলিত মোবাইল অ্যাপস।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকা : উপজেলা ভূমি অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ
- ❖ সংক্ষিপ্ত কিন্তু আকর্ষণীয় শিরোনাম : সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমির দাগ সম্বলিত মোবাইল অ্যাপস।
- ❖ সমস্যাটি কি ছিল : ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণত অফিসে রক্ষিত রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জরুরী পত্রালাপ কিংবা দ্রুত নিষ্পত্তিযোগ্য কোন পরিস্থিতিতে পূর্বতন পদ্ধতিতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। দেওয়ানী মোকদ্দমার এস,এফ তৈরী, নামজারী জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতা ছিলো। মোবাইল অ্যাপস তৈরীর ফলে অতি অল্প সময়ে সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমির অবস্থান জানা যায়। ফলে নির্ভুল তথ্য অতি অল্প সময়ে প্রেরণ করা সম্ভব হয়।
- ❖ সমস্যার সমাধান : মোবাইল অ্যাপস তৈরীর ফলে অতি দ্রুততম সময়ে যে কোন ভূমির তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে। ফলে সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমি ব্যক্তি মালিকানায় কিংবা ব্যক্তি মালিকানার ভূমি সরকারী ভূমির সাথে একীভূত হওয়ার আশংকা থাকবে না।
- ❖ সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবন কি ছিলো : সমস্যার সমাধান কল্পে মোবাইল অ্যাপস তৈরী করা হয়। এটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানার ভূমি পৃথকীকরণের একটি পদ্ধতি। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হবে এবং ভুলত্রুটির আশংকা থাকবে না।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা : মোবাইল অ্যাপস তৈরীর পূর্বে সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানার ভূমির রেকর্ড সংরক্ষিত হতো নথিপত্রে। নথি হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে কারিগরী জনবল না থাকলে বিষয়টি আরো প্রকট হয়। যেমন উপজেলা ভূমি অফিসে সার্ভেয়ারের পদটি শূন্য থাকলে বিষয়টি কঠিনতর হয়। নথি হতে তথ্য সংগ্রহে ভুলত্রুটির সম্ভাবনা ছিলো। মোবাইল অ্যাপস উক্ত জটিলতার নিরসন করে।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে ভূমিকা কি : সকল পেশাই সেবামূলক। ফলে উপজেলা ভূমি অফিস হতে স্বল্প সময়ে অধিকতর সেবা দানের নিমিত্ত তৈরী সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানার ভূমি সনাক্তকরণে সঠিক এবং স্বল্প সময়ে কার্য সম্পাদনের ফলশ্রুতিই হলো জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে সক্ষম হওয়া।
- ❖ শিক্ষণীয়: একজন পেশাজীবী তার পেশাগত জীবনে যদি অর্পিত দায়িত্ব পালনে যত্নশীল হয় তার পেশাকে যদি জনগণের কল্যাণে নিবেদিত মনে করেন তবে প্রতিটি পেশাজীবী তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার দ্বারা যে কোন মহৎ কর্মের সূচনা করতে পারে।

## 11। ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকা: উপজেলা ভূমি অফিস, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ
- ❖ সমস্যাটি কি ছিল: ভূমি মালিককে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের সময় হয়রানী ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়
- ❖ কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে : ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের পাশ বই বিতরণ ও পাশ বইয়ের মাধ্যমে ভূমি কর আদায়
- ❖ সমস্যার সমাধানের মধ্য উদ্ভাবন কি ছিল : ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের পাশ বই
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিল : ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে হয়রানী ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হতো
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে : পাশ বইয়ে রেজিষ্টার এর আলোকে ভূমির মালিকানার বিস্তারিত উল্লেখ থাকে এবং ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ উল্লেখ করা থাকে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় আছে : অল্প খরচ ও শ্রমের মাধ্যমে জনগণের হয়রানী লাঘব ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। সেই সাথে সরকারের রাজস্ব আদায়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

## 12। দালাল মুক্ত স্বচ্ছ ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
- ❖ সংক্ষিপ্ত কিন্তু আকর্ষণীয় শিরোনাম রেকর্ড বুমে “দালাল মুক্ত স্বচ্ছ ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান”
- ❖ সমস্যাটি কি ছিল পর্চা সরবরাহে দালালদের দৌরাখ্য, রেকর্ড বুমের অব্যবস্থাপনার কারণে সাধারণ জনগণের সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, দীর্ঘসূত্রীতার শিকার হওয়া।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে
  1. সরাসরি ই-সেবায় অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ।
  2. সেবা প্রদানের এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা।
  3. রেকর্ড বুমের জনবলের পরিবর্তন।
  4. বিদ্যমান রেজিস্টার এবং র্যানক সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিতকরণ।
  5. জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে ই-সেবায় লিফলেট/ ফেস্টুন এবং রেকর্ডবুমের সামনে বড় আকারে দেয়াল লিখন।
  6. দালালদের দৌরাখ্য নিরসনে ঝটিকা মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা।
- ❖ সমস্যার সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিল
  1. সেবা প্রদানের এলাকায় সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা
  2. পত্র নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রীতা দূরীকরণের জন্য নতুন সীল প্রবর্তন এবং রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা।
  3. কর্মীদের মধ্যে উপজেলা ভিত্তিক গ্রুপ তৈরী করে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরী করা।
  4. বিদ্যমান র্যাংক সমূহ উপজেলা, মৌজা নং বিআরএস, এস.এ অনুসারে বই সাজানো এবং তাতে ট্যাগ লাগানো যাতে স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পাওয়া যায়।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ ১। সেবা প্রদানের দীর্ঘ সূত্রীতা ২। দালালদের দৌরাখ্য
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে জনগণ সরাসরি সরকার নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে রেকর্ড বুম থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে দলীয় প্রচেষ্টা, সেবা সংক্রান্ত প্রচারণা জনসচেতনতা এবং সকলের সদিচ্ছা থাকলে যে কোন নেতিবাচক পরিস্থিতিকে ইতিবাচক পরিস্থিতিতে রূপান্তর করা হয়।

### 13। "মনোহরদী উপজেলা ভূমি অফিস একটি জনবান্ধব ভূমি অফিস"

❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ নরসিংদী জেলা।

❖ সমস্যাঃ

1. (ক) সাটিফিকেট মামলার নোটিশ: পুরাতন সাটিফিকেট মামলার নোটিশে ভাষাগত জটিলতার কারণে সাধারণ জনগণের নিকট সহজে বোধগম্য হচ্ছে না বিধায় সরকারী দাবী যথাসময়ে পরিশোধ হয়না।
2. (খ) রেকর্ড রুমের আধুনিক ব্যবস্থাপনা: রেকর্ড রুমের আধুনিক ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে নথি খুঁজতে এবং নামজারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘ সময় লাগছে।

❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ (ক) তাই ভাষাগত পরিবর্তন করে নোটিশের ভাষা সহজ ও বোধগম্য করে নোটিশ জারীর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (খ) ভূমি অফিসের পুরাতন রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অর্থ বছরের জন্য আলাদা কালার কোড কাগজ ব্যবহার করে মামলার ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে ৫০(পঞ্চাশ) টি করে নামজারী মামলার নথি বান্ডেল আকারে বেঁধে এবং প্রতিটি বান্ডেলে ক্রমিক নম্বর উল্লেখ পূর্বক কালার কাগজ ব্যবহার করে ট্যাগ বুলিয়ে দেয়া। এক একটি অর্থবছরকে গ্যালারী আকারে এক সাত বীরশ্রেষ্ঠ এর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ (ক) সহজ ও বোধগম্য ভাষায় নোটিশ প্রাদান করার ফলে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারি দাবী পরিশোধ করছেন। (খ) নথি খুঁজতে যেখানে কয়েক মাস সময় লেগে যেত; সেখানে মাত্র ০৫ মিনিটে যে কোন নথি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ (ক) সাটিফিকেট মামলাসমূহ পেভিং থাকত এবং দাবীকৃত টাকা পরিশোধে খাতকদের মধ্যে কোন আগ্রহ সৃষ্টি হতো না। যার ফলে সরকারি দাবী যথাসময়ে পরিশোধ করা হতো না। (খ) নথির সুস্থ ব্যবস্থাপনা ছিলনা এবং এর ফলে যে কোন রেকর্ড বা নথি খুঁজতে অনেক সময় লেগে যেত এবং নামজারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে প্রচুর সময় লেগে যেত।

❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ (ক) নোটিশটি পাওয়ার পর মামলার খাতক নোটিশের মর্মানুযায়ী তাদের নিকট প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করতে আগ্রহী হচ্ছেন এবং সরকারি দায় হতে তারা অব্যাহতি পাচ্ছেন। (খ) সাধারণ মানুষ নামজারী মোকদ্দমা রুজু করার পর উর্ধ্বতন অফিসের চাহিদা মোতাবেক খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মূল নথি খুঁজে তা প্রেরণ করা যাচ্ছে এবং এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই নামজারী আপিল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে। তাছাড়া সাধারণ জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে কোন মামলার নকল অল্প সময়েই দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ (ক) সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ-সরল ও বোধগম্য ভাষায় নোটিশ প্রেরণ করার ফলে তারা নোটিশের মর্ম বুঝতে পারছেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। (খ) সুস্থ নথি ব্যবস্থাপনার কারণে অল্প সময়ে যে কোন নথি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং মামলা জট কমানো যাচ্ছে।

#### 14। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় জনভোগান্তি হ্রাস।

**বাস্তবায়ন এলাকাঃ** রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর।

**বর্ণনাঃ** উপজেলা পর্যায়ে ভূমি অফিসগুলোতে সর্বাধিক যে বিষয়গুলি মানুষের ভোগান্তির কারণ হয়ে থাকে তা চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখা যায়, সাধারণত নামজারি মামলা অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠা, ভূমি অফিসের কিছু কর্মচারির যোগসাজস, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও প্রদানে গাফিলতি ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান। সেবা প্রদান বা সার্ভিস ডেলিভারিকে কীভাবে আরো জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করি। এ বিষয়ে প্রত্যেকটি নামজারি মামলা অনুমোদনের প্রতিটি পর্যায়ে সময় নির্ধারণ এবং তদনুযায়ী একটি ডেটাবেইজ সংরক্ষণ, অফিস ডিজিটাইজেশন, ইন্টারনেট সংযোগ, মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনকারীর নিজের মোবাইলে স্ট্যাটাস আপডেট জানানো এবং ওয়েবসাইটেও হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের পর তা নিয়ে মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ও পীরগঞ্জ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ড. শিরিন শারমীন চৌধুরী মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হলে তিনি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমুদয় অর্থ উপজেলা পরিষদ হতে প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করেন এবং সে মতে ১,০০,০০০/(এক লক্ষ) টাকা উপজেলা পরিষদ হতে অর্থায়ন করা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর; জেলা প্রশাসক, রংপুর; অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), রংপুর ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পীরগঞ্জ মহোদয়গণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়। ২০১৪ সালের নভেম্বর হতে পরীক্ষামূলকভাবে চলার পর ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি. তারিখে জেলা প্রশাসক, রংপুর জনাব মোঃ ফরিদ আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনে পীরগঞ্জ উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

“তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনভোগান্তি হ্রাস” প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর’২০১৫ এ ‘Merge Creation’ নামক একটি সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা ভূমি অফিসের একটি ওয়েবসাইট তৈরী করা হয় ([www.aclandpirganj-rangpur.gov.bd](http://www.aclandpirganj-rangpur.gov.bd)) যাতে জন সাধারণের জন্য বিভিন্ন সুবিধা সন্নিবেশিত করা হয়।

#### ১। ট্যাক্স ক্যালকুলেটরঃ

(<http://www.aclandpirganj-rangpur.gov.bd/acland/index.php/client/landTaxCalculation>)এ ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে যে কোন ভূমির মালিক পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসে তার জমির ভূমি উন্নয়ন করার পরিমাণ জানতে পারবেন। যার ফলে কোন ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করতে গিয়ে আর প্রতারণার শিকার হতে হবে না।

#### ২। খাস জমির তালিকাঃ

ওয়েব সাইটে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়নের খাস ও অর্পিত জমির তালিকা মৌজাভিত্তিক করা রয়েছে। ফলে কোন ব্যক্তি জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তার জমির দাগ যাচাই করে নিয়ে জমি ক্রয় করতে পারবেন।

৩। এছাড়া ওয়েব সাইটে ভূমি সংক্রান্ত প্রায় সকল আইনের সন্নিবেশ করা হয়েছে যাতে জনগণ যে কোন বিষয়ে তার প্রয়োজনীয় আইন জেনে নিতে পারবেন।

ওয়েব সাইট তৈরির পাশাপাশি জনসেবাকে দ্রুততর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে একটি **Software** তৈরি করা হয়েছে। এ **Software** নিম্নোক্ত সেবা সমূহ দেয়া হচ্ছে-

১। নামজারী মামলার ক্ষেত্রে একটি **Database** তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। একজন ব্যক্তি নামজারীর আবেদন করলে তার নাম, জমির তফসিল, পূর্বতন রেকর্ডীয় মালিকের নাম সহ মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা হয়।

২। একটি নামজারী মামলা দায়েরের পর আবেদনকারীকে তার শুনানীর তারিখ তার মোবাইলে এস এম এস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া কোন আবেদনকারী চাইলে যে কোন সময় তার মামলা নাশ্বার দিয়ে সার্চ করে তার মামলার শুনানীর তারিখ জানতে পারবেন।

সেই সাথে শুনানীর পর তার নামজারী মামলা অনুমোদন করা হলে তাকে কত টাকা দিয়ে ডি সি আর গ্রহণ করতে হবে তা আবারও এস এম এস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

৩। সফটওয়্যারে সকল খাস জমির **Data** সংরক্ষণ করা হয়েছে ফলে যখন কোন নামজারী মামলা এন্ট্রি করা হয় তখন সেই আবেদিত দাগ খাস কিনা তা যাচাই করা সম্ভব এবং এর ফলে সরকারী জমি রক্ষা আরও সম্ভব হবে।

৪। এছাড়া প্রত্যেকটি নামজারী মামলার নথি ও খতিয়ান সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা **Software** এ রাখা হয়েছে যার ফলে নথি হারিয়ে যাওয়ার প্রবনতা দূর হবে।

সুফলঃ

- ১। জনগণের সময় ও অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।
- ২। জনগণ জমি ক্রয়ের পূর্বে তার নিজস্ব মোবাইল থেকে বা নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র থেকে তার ক্রয়তব্য জমিটি সরকারী খাস জমি কিনা তা যাচাই করে নিতে পারবেন।
- ৩। এই প্রকল্প চালুর পর হতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ন হ্রাস পেয়েছে।
- ৪। সরকারী স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।
- ৫। জনভোগান্তি হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।
- ৬। দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
- ৭। জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।
- ৮। জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।
- ৯। ওয়েবসাইটের অভিযোগ ও মতামত প্রদানের সুযোগ থাকার সাথে সাথে **aclandpirganjrangpur@gmail.com** ইমেইলেও অনেক পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে।
- ১০। সেবা প্রত্যাশী ও সেবা দানকারীর মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য এস এম গোলাম কিবরিয়াকে রংপুর বিভাগের শ্রেষ্ঠ সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার ২০১৪' প্রদান করা হয়।



**15। অর্পিত বাড়ির ছবি সহ ডিজিটাল রেজিস্টার।**

- ❖ বাস্তুবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর কার্যালয়, রংপুর সদর উপজেলার, রংপুর।
- ❖ বর্ননাঃ রংপুর সদর উপজেলার ০৭টি মৌজার ১৮৯টি অর্পিত বাড়ির ছবি, লীজির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং, জাতীয় পরিচিতি নং (ভোটার আইডি সহ) ও লীজির ছবি সংরহপূর্বক তা লিপিবদ্ধকরতঃ একটি ডিজিটাল রেজিস্টার (সফট কপি ও হার্ড কপি) তৈরি করা হয়েছে। যা অত্র কার্যালয়ের অর্পিত সম্পত্তি (বাড়ি) সংক্রান্ত রেজিস্টার হিসেবে সংরক্ষিত আছে। লীজিগণের মধ্য হতে কেউ কখনো কোন তথ্য জানতে আগ্রহী হলে তা একনজরে উক্ত রেজিস্টার দেখে জানা যাবে।

অর্পিত বাড়ির তালিকা : মৌজা- রঘুনাথগঞ্জ						
ক্র. নং	ক্রমিক ক্রম নং	কর্তৃপক্ষ	বাড়ি ধরনের তথ্য		বাড়ির দৃশ্য p-2	মন্তব্য
			মুঠ লীজির নাম, ঠিকানা ও অর্পিত ধরনের তারিখ	বর্তমান লীজির নাম, ঠিকানা ও অর্পিত ধরনের তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	১১৫/৭০	বাড়িগান নং- ২০৫ সদর নং - ৪৩ জমি - ০.১১৫০ একর শ্রেণী: জমি ও বাড়ি	মুঠ বাড়িচারি ২৭/০৪/১৯৮১	বর্তমান লীজির নাম মিনারী চন্দ্রকান্তি গাং পিতা- মৃতঃ মনু বাড়িচারি সহ- রঘুনাথগঞ্জ বাড়ি-৫/৬ রংপুর সদর, রংপুর। লীজিগানের তারিখ- ২৫/৭/০৪ আইডি- ৮৫২ ৪৯০ ১০ ১০ ১০ ৮ মোবাইল- ০১৭১৬-১৭০৪৩৩		বহুলা ১৪২২ সহ অর্পিত লীজি মহানগরেশ পের সার বাড়ি বকেস অন্য কোনো তথ্য নেই।
			লীজির ছবি			
						
			<p>প্রকৃত কর্তা</p> <p>মোঃ হুমায়ুন কামিন</p> <p>সদর উপজেলার</p> <p>অর্পিত সম্পত্তি শাখা</p> <p>রংপুর।</p>			
			<p>লীজির সহকারী</p> <p>মোঃ মনু মিনারী চন্দ্রকান্তি</p> <p>অর্পিত সম্পত্তি শাখা</p> <p>রংপুর।</p>			
			<p>মোঃ হুমায়ুন কামিন</p> <p>সদর উপজেলার</p> <p>অর্পিত সম্পত্তি শাখা</p> <p>রংপুর।</p>			



চিত্রঃ অর্পিত বাড়ির ছবিসহ ডিজিটাল রেজিস্টারটি উদ্বোধন করছেন জেলা প্রশাসক, রংপুর জনাব মোঃ রাহাত আনোয়ার।

## 16। "অন দ্যা স্পট মিউটেশন"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর কার্যালয়, মিরপুর, কুষ্টিয়া।
- ❖ সমস্যাঃ উদ্ভাবনটি উদ্ভাবনের পূর্বে সেবা প্রার্থীগণকে আবেদন জমা দেয়ার জন্য উপজেলা সদরে অবস্থিত সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে আসতে হত। এতে সেবা প্রার্থীর মূল্যবান সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় সহ সেবা প্রার্থীকে অনেক সময় মধ্যস্বত্ব ভোগীর খপ্পড়ে পড়তে হত। অসাধু কর্মচারী/ মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের দৌরাত্ম্য ছিল।।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ পূর্ব নির্ধারিত সূচী মোতাবেক মাইকিং/ নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে নামজারীর আবেদন গ্রহন ,ধার্য তারিখে অনুমোদনের অপেক্ষাধীন নামজারীর প্রস্তাব অনুমোদন ও খারিজ ফি বাবদ ডিসি আর প্রদান করা হয়। শুনানীর তারিখেই বাদীপক্ষের নোটিশ করা হয়।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ জনগণের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীর মূল্যবান সময় , শ্রম ও অর্থের অপচয় রোধ।।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ শুধুমাত্র আবেদন জমা দেয়ার জন্যই সেবা প্রার্থীকে মূল্যবান সময়,শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে উপজেলা সদরে অবস্থিত সহকারী কমিশনার (ভূমি), এর কার্যালয়ে আসতে হত। অসাধু কর্মচারী/ মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের দৌরাত্ম্য ছিল।।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ জনগণের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ায় মাধ্যমে মূল্যবান সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয়সহ মধ্যস্বত্বভোগী দালালচক্রের তৎপরতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ সেবা প্রার্থী স্বল্প সময়ের মধ্যে সেবা পাচ্ছে। মূল্যবান, সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয়সহ হয়রানী কমেছে।
- ❖ **মন্তব্যঃ** ২০১৩-১৪ সালে ২০৩ টি এবং ২০১৪-১৫ সালে ২৬৬ টি ওয়ানস্পট মিউটেশন কেস নিষ্পত্তি হয়েছে - যা পূর্বের তুলনায় বেশী।

17। "খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশ-নের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান এবং গ্রহণ সহজীকরণ "

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর কার্যালয়, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
- ❖ সমস্যাঃ দাপ্তরিক প্রয়োজনে এস এ / আর এস দাগের তুলনামূলক তথ্যের জন্য বা কোন খতিয়ানের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য রেকর্ড রুম হতে খতিয়ান বই বের করে যাচাই-বাছাই করতে হত । এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা /কর্মচারীর কর্মঘন্টার অনেক অপচয় হত।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ কুমারখালী উপজেলার সকল আর এস খতিয়ানের কপি স্ক্যানিং করে কম্পিউটারে সংরক্ষন করা হয়েছে।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ দাপ্তরিক কর্মঘন্টার অপচয় রোধ এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ দাপ্তরিক প্রয়োজনে এস এ /আর এস দাগের তুলনামূলক তথ্যের জন্য বা কোন খতিয়ানের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য রেকর্ড রুম হতে খতিয়ান বই বের করে যাচাই-বাছাই করতে হত । এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা /কর্মচারীর কর্মঘন্টার অনেক অপচয় হত।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ এই ব্যবস্থার ফলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে দাপ্তরিক কোন খতিয়ানের তথ্য যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন হলে সহজেই সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের তথ্য পেয়ে যাবেন। এতে অফিসের কর্মচারীগণকে আর সময় ও শ্রম ব্যয় করে খতিয়ান বই খোঁজাখুঁজি করতে হচ্ছে না। ফলে স্বল্প সময়ে নাগরিক সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ স্বল্প সময়ে দ্রুততার সাথে দাপ্তরিক দায়িত্ব সম্পন্ন ও নাগরিক সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে। দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয়েছে।
- ❖ **মন্তব্যঃ** কুমারখালী উপজেলার প্রায় একলক্ষ আর এস খতিয়ানের পাতা স্ক্যানিং করা হয়েছে।

## 18। "অর্পিত সম্পত্তির নবায়ন সহজীকরণ ও লীজমানি আদায় নিশ্চিতকরণ"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর কার্যালয়, খোকসা/ দৌলতপুর/কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
- ❖ সমস্যাঃ লীজ নবায়ন/ ডিসিআর গ্রহনের ক্ষেত্রে লীজ গ্রহীতাকে একাধিকবার উপজেলা ভূমি অফিসে আসতে হত। লীজগ্রহীতাগণ লীজ গ্রহণে মোটেই আগ্রহী ছিল না। অসাধু কর্মচারী/মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের দৌরাত্ম ছিল।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ বর্তমানে সরেজমিনে গিয়ে লীজ নবায়নের তাগাদা প্রদান, সরেজমিনে লীজকৃত জমি তদন্তে লীজ নবায়ন আদেশ প্রদান ও লীজমানি আদায় সাপেক্ষে ডিসিআর প্রদান করায় লীজ গ্রহীতাগণের ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সরকারী রাজস্ব আদায়ের হার তরান্বিতসহ সরকারী সম্পত্তির দখল নিশ্চিত হচ্ছে।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ জনগণের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ লীজ নবায়ন/ ডিসিআর গ্রহনের ক্ষেত্রে লীজিকে একাধিকবার উপজেলা ভূমি অফিসে আসতে হত। অসাধু কর্মচারী/মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের দৌরাত্ম ছিল।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ জনগণের মূলব্যান সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয়সহ জনগণের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে অসাধুকর্মচারী/ মধ্যস্বত্বভোগী দালালচক্রের তৎপরতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ জনগণের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব আদায় তরান্বিতকরণ।
- ❖ **মন্তব্যঃ** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত জেলায় লীজ মানি আদায়ের হার ছিল ৪৬.০০%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লীজমানি আদায়ের হার -৬২.৮৮%। বিগত বছরের তুলনায় আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

### 19। "নোটিশজারী সহজীকরণ "

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর কার্যালয় দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
- ❖ সমস্যাঃ নোটিশ জারী করতে গিয়ে জারীকারকগণ বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি করে থাকে। এছাড়াও আবেদনকারীগণ একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকত যে, তার নোটিশ কবে আসবে। এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে তাকে বার বার উপজেলা ভূমি অফিসে এসে খোজ-খবর নিতে হয়। এতে জনগণের মূল্যবান সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় হত।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে আবেদন জমা নেয়ার সময়ই তাৎক্ষনিক ভাবে আবেদনকারীকে মামলার পরবর্তী তারিখ জানিয়ে দেয়া হয়।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ আবেদনের তারিখেই আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ আবেদনকারীগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকত যে, তার নোটিশ কবে আসবে। এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে মূল্যবান সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে বার বার উপজেলা ভূমি অফিসে এসে খোজ-খবর নিতে হয়। অসাধু কর্মচারী/ মধ্যস্বত্বভোগী চক্রের দৌরাত্ম ছিল।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ নোটিশ জারীর সময় ও জনবল সাশ্রয়সহ স্বল্প সময়ে জনগণের সেবা প্রদান। মাঠ পর্যায়ে অসাধু জারীকারক ও মধ্যস্বত্বভোগী দালাল চক্রের দৌরাত্ম হ্রাস পেয়েছে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ অর্ধেক নোটিশ জারীর সময় ও জনবল সাশ্রয় এবং মাঠ পর্যায়ে অসাধু জারীকারকসহ মধ্যস্বত্বভোগী দালাল চক্রের দৌরাত্ম ও হ্রাস পেয়েছে।

## 20। "মাটির ছোঁয়া"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, গঞ্জাচড়া, রংপুর।
- ❖ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, গঞ্জাচড়া, রংপুর এ হেল্প ডেস্ক/ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে পত্র/আবেদন/ফি জমাদানের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিমণবর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়।
- ❖ ১। অনুমোদিত নামজারী/পরিত্যক্ত/অর্পিত/লা-ওয়ারিশ/অকৃষি খাস জমির সরকারি ফি জমাদানে ডিসিআর প্রদান।
- ❖ ২। চলতি অর্থ বছরের নামজারী/মিস কেসের তলবি নথি প্রেরণ ও প্রয়োজনে প্রদর্শন।
- ❖ ৩। চলতি অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত নামজারী ও মিস কেসের জাবেদা নকল সরবরাহ।
- ❖ ৪। এ কার্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্য প্রদান।
- ❖ ৫। নামজারীর আবেদন জমা দেয়ার সাথে সাথে কেস নম্বর, শুনানী ও নিষ্পত্তির তারিখ প্রদান।
- ❖ ৬। মিস কেসের আবেদন জমা দেয়ার সাথে সাথে কেস নম্বর ও শুনানীর তারিখ প্রদান।
- ❖ ৭। কবুলিয়ত সম্পাদনের পর নামজারী অনুমোদন।

## 21। "রংপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার – "ছায়াতরু"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ রংপুর সদর, রংপুর
- ❖ রংপুর জেলা উত্তরাঞ্চলের এক ঐতিহ্যবাহী জনপদ। এ জেলার প্রাণকেন্দ্রে রংপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসটি সেবা প্রদানকারী একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের হৃদয়ে ইতোমধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এ ভূমি অফিসের ফটকে ঢুকলেই চোখে পড়বে দেয়ালে এবং ব্যানারে বিভিন্ন সেবার তথ্যসমূহ। খারিজ করতে কি কি কাগজ লাগে, কত টাকা খরচ হয়, জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে করণীয় কি, ভূমি উন্নয়ন করের ধার্যকৃত হার- সবই তুলে ধরা হয়েছে চোখের সামনে।



উপজেলা ভূমি অফিসের প্রবেশদ্বার এবং সুসজ্জিত ব্যানারে বিভিন্ন সেবার বিবরণ

অফিসের সম্মুখভাগে একটি ফ্রন্টডেস্ক আছে। ফ্রন্টডেস্কটি গত ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখে জনাব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখত, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর মহোদয় উদ্বোধন করেন। ফ্রন্টডেস্কটির নাম দেয়া হয়েছে 'ছায়াতরু'। ছায়াতরু যেমন পথিককে ছায়া দিয়ে আপন করে নেয়, তেমনি এই ফ্রন্টডেস্ক সহযোগিতার মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীকে আপন করে নেয়। 'ছায়াতরু' মূলত একটি 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার'। 'ছায়াতরু' এর ভিতরে টেবিল নিয়ে কখনও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিজে আবার কখনও একজন অফিস সহকারী সার্বক্ষণিক বসে থাকেন। তিনি আগত লোকদের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেন এবং কোন সেবার জন্য কত নম্বর ডেস্কে যেতে হবে তা দেখিয়ে দেন। 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' এর আওতায় কি কি সেবা ২৪(চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে দেয়া হয় তা লেখা রয়েছে। প্রত্যেক অফিস সহকারীর চেয়ারের পিছনের দেয়ালে ডেস্ক নম্বর এবং সেবা চার্ট কুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জনগণ যাতে কোন দালালের খপ্পরে না পড়েন বা কোন হয়রানির শিকার না হন সেটা নিশ্চিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা।



**ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে ভূমি সেবাপ্রার্থীদের সমস্যা শুনছেন ও জবাব দিচ্ছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি), রংপুর সদর**

এ 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' এর রূপকার এ,বি,এম, রওশন কবীর, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), বর্তমান বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর মহোদয়ের একান্ত সচিব। সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন জনাব কাজী হাসান আহমেদ, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর। সহযোগিতায় আছেন মোঃ রাহাত আনোয়ার, জেলা প্রশাসক, রংপুর এবং মোস্তাইন বিল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রংপুর।



**ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের উদ্বোধন করছেন মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর এবং মোঃ রাহাত আনোয়ার, জেলা প্রশাসক, রংপুর**

বর্তমানে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার" এর সার্বিক কাজ পরিচালনা করছেন জনাব মোঃ ফাউজুল কবীর, সহকারী কমিশনার (ভূমি), রংপুর সদর, রংপুর। তাঁর অদম্য প্রেরণায় রাত-দিন নিরলসভাবে পরিশ্রম করে অন্যান্য সেবার পাশাপাশি "ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার" এর আওতায় ০৮টি সেবা- ০১) অনুমোদিত নামজারী/ পরিত্যক্ত/ লা-ওয়্যারিশ/অকৃষি খাস জমির সরকারি ফি জমাদানে ডি,সি,আর প্রদান ০২) চলতি অর্থ বছরের নামজারী/মিস কেসের তলবী নথি প্রেরণ ও প্রয়োজনে প্রদর্শন ০৩) চলতি অর্থ বছরের নিষ্পত্তিকৃত নামজারী ও মিস কেসের জাবোদা নকল

সরবরাহ ০৪) উপজেলা ভূমি অফিসে সংরক্ষিত তথ্য প্রদান ০৫) নামজারীর আবেদন জমা দেয়ার সাথে সাথে কেস নম্বর, শুনানী ও নিষ্পত্তির তারিখ প্রদান ০৬) মিস কেসের আবেদন জমা দেয়ার সাথে সাথে কেস নম্বর ও শুনানীর তারিখ প্রদান ০৭) এলএ কেসের গেজেট প্রাপ্তির পর নামজারী অনুমোদন এবং ০৮) কবুলিয়ত সম্পাদনের পর নামজারী অনুমোদন। মূলতঃ এ সেবাগুলো ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেয়া হচ্ছে। এ সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধির ব্যাপারে বর্তমানে কর্মরত সহকারী কমিশনার(ভূমি) জনাব মোঃ ফাউজুল কবীর ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ সেবা কার্যক্রম ইতোমধ্যে দেখেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম মহোদয়। তিনি এ সেবার পরিধি আরো ব্যাপকভাবে বিস্তার করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।



**ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করছেন মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম মহোদয়**

‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার’ চালু করার পূর্বে এ সমস্ত সেবা প্রদানে দীর্ঘ সময়; অনেক ক্ষেত্রে ০৭-৯০দিন পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হত। ফলে সাধারণ জনগণ ভোগান্তির শিকার হতেন। নতুন এ সেবা ব্যবস্থার ফলে জনগণ যেমন উপকৃত হবেন তেমনি সরকারের জনকল্যাণমুখী এ সব কার্যক্রম সমাজ ও দেশের ব্যাপক সুফল বয়ে আনবে।

**সত্যিই বদলে যাচ্ছে ভূমি সেবা, বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ!**

22। "উপজেলা পর্যায়ে 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির লীজ মানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি), সুনামগঞ্জ সদর এর কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
- ❖ সমস্যাঃ সেবা প্রত্যাশী মোঃ লাল মিয়া, রেজিঃ দলিল মূলে ক্রয়কৃত একখন্ড ভূমিতে ৩৫/৪০ বছর যাবত বসবাস করছেন। ৬/৭ মাস পূর্বে জনৈক আমান আলী উক্ত ভূমি তার দাবী করে দখল করতে আসেন। জনাব লাল মিয়া রেকর্ডপত্র দৃষ্টে জানতে পারেন তার নিজস্ব দলিলমূলে ক্রয়কৃত ভূমিটি বসবাসরত ভূমি হতে আধা কিলোমিটার দূরে। বসবাসরত ভূমির মালিক না লাল মিয়া না আমান আলী। উক্ত ভূমি 'ক' তপশীলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি যা সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন। উক্ত সমস্যা 'ক' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ মাত্র। অনুরূপ অসংখ্য সমস্যার প্রেক্ষাপটেই উদ্ভাবনী ধারণাটির সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ
  - ক) উপজেলাধীন সকল ভিপি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করা।
  - খ) ১লা বৈশাখ হতে ৩০ শে বৈশাখের মধ্যে প্রত্যেক লীজ গ্রহীতাকে এস,এম,এস/নোটিশ প্রদান।
  - গ) প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ১লা বৈশাখ হতে ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ এর মধ্যে লীজ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বঃপ্রনোদিত হয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা। প্রতিবেদন এবং লীজ গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পর অতিদ্রুততার সহিত নথি উপস্থাপনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অনুমোদনামেত্র লীজমানি আদায়/নবায়ন করে তা নিশ্চিত করা।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ সাধারণ জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততা।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি
ক) কালক্ষেপন। খ) অতিরিক্ত খরচ। গ) অতিরিক্ত যাতায়াত। ঘ) সরকারী রাজস্ব অনাদায়ী থাকা।	ক) তদারকির অভাব। খ) নথি ব্যবস্থাপনা। গ) লীজমানি আদায়ে উদাসীনতা। ঘ) লীজ গ্রহীতার লীজমানি প্রদানে অনাগ্রহ। ঙ) লীজগ্রহীতার লীজ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা। চ) মূল লীজ গ্রহীতার মৃত্যু বা বিদেশে অবস্থান ইত্যাদি কারণে সময়মতো লীজ নবায়ন না হওয়া। ছ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানে বিলম্ব।	ক) দীর্ঘদিন যাবত লীজ নবায়ন না হওয়ায় লীজ মানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খ) লীজগ্রহীত সম্পত্তিতে অবৈধ দখল হওয়া। গ) সর্বোপরি সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি বৃদ্ধি।

- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ

	পূর্বে	প্রত্যাশিত ফলাফল	বর্তমান/অর্জিত ফলাফল
সময় (দিন)	৪-৫ মাস	২-৪ দিন	২-৪ দিন
খরচ (টাকা)	৮,০০০/-	৫০০/-	৫০০/-
যাতায়াত (বার)	৫-৬ বার	১-২ বার	১-২ বার

অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল	অর্জিত ফলাফল

আইডিয়া বাসআবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট সময়ের সাশ্রয় ৪ থেকে সাড়ে ৪মাস, খরচ সাশ্রয় ৭,৫০০/- টাকা, যাতায়ত কম করতে হয় ৪-৫ বার।	আইডিয়া বাসআবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট সময়ের সাশ্রয় ৪ থেকে সাড়ে ৪মাস, খরচ সাশ্রয় ৭,৫০০/- টাকা, যাতায়ত কম করতে হয় ৪-৫ বার।
---	---

❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ

- ক) উপজেলার সকল ভি,পি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করা।
- খ) এক্ষেত্রে মূল উদ্ভাবনী দিকটি প্রত্যেক ULAO-কে বাধ্যতামূলকভাবে ১লা বৈশাখ হতে ৩০ জ্যৈষ্ঠ এর মধ্যে লীজগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বপ্রনোদিত হয়ে আবেদনসহ প্রসন্মাব প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।
- গ) প্রতিবেদন এবং লীজগ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পর নথিতে উপস্থাপন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমোদনামেত্র মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে লীজমানি প্রদান করার জন্য লীজগ্রহীতাগণকে তাগিদ প্রদান করা।
- ঘ) তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান ক্যাম্পইন এর মাধ্যমে লীজমানি আদায় করা।

## 23। "ওয়ানস্টপ নামজারি প্রক্রিয়া"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি), বিশ্বম্ভরপুর এর কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।
- ❖ সমস্যাঃ বর্তমান নামজারি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রীতা, বাড়তি খরচ ও ভোগান্তি।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ
 

সপ্তাহে ১(এক) দিন একটি তহশিল/ইউনিয়নের অধীন এলাকার ভূমির নামজারি করা হবে মর্মে এসি (ল্যান্ড) কর্তৃক দিন/তারিখ নির্ধারণপূর্বক পূর্বে বর্ণিত সকল স্থানে প্রচার করা হবে। এসি (ল্যান্ড) তার সুবিধামত সময় অনুযায়ী মাস ভিত্তিক সিডিউলটি তৈরী করবেন যাতে প্রতি সপ্তাহে এক/দু'টি তহশিল/ইউনিয়নের নামজারি কার্যক্রম চালানো হবে মর্মে উল্লেখ থাকবে। নির্ধারিত দিনে সকাল নয়টা হতে দশটা পর্যন্ত উপজেলা ভূমি অফিসে আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই করা হবে। সঠিক আবেদনগুলো নথি সৃজন ও রেজিস্টারভুক্ত করে আবশ্যিক দলিলাদি স্ক্যান করে ই-মেইলের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রতিবেদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। নথিতে উভয় পক্ষের হাজিরা সংযুক্ত থাকবে।

নির্ধারিত ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঐ দিন ১ম থেকেই এসি (ল্যান্ড) অফিসের একজন সার্ভেয়ার উক্ত অফিসের মোটর সাইকেলসহ অবস্থান করবে। ইউএলও/ইউএলএসওগণ প্রস্তুত থাকবে। ই-মেইল পাওয়ার পর তহশিলে রেকর্ড যাচাই সঠিক পেলে ইউএলও/ইউএলএসও/সার্ভেয়ার সরজমিনে গিয়ে জমি ভোগদখলের বিষয়টি নিশ্চিত হবেন। আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক হলে এবং জমি সরজমিন ভোগদখলে লেখা থাকলে ইউএলও/ইউএলএসও শুধুমাত্র আবেদিত জমির দাবীর/নির্দিষ্ট/দাগের/ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির দাবীর যৌক্তিকতা থাকায় বর্ণিত জমির নামজারি প্রসঙ্গ্যাব করা হলো মর্মে ই-মেইলের মাধ্যমে ফিরতি প্রতিবেদন টাইপ করে/লিখে স্ক্যান করে প্রেরণ করবেন। বর্ণিত দিনে একজন অফিস সহকারীকে রেজিস্ট্রি অফিসে প্রেরণ করা হবে যিনি সমসাময়িক দলিল সম্পর্কে তাৎক্ষণিক চাহিত তথ্যাদি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাবেন। এরপর ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর এসি (ল্যান্ড) অফিসের সার্ভেয়ার অত্রাফিসের রেকর্ড যাচাই করে প্রতিবেদন দিবেন এবং আবেদনটির যথার্থতা/আংশিক যথার্থতা পেলে তা অনুযায়ী প্রসঙ্গ্যাবিত খতিয়ান এসি (ল্যান্ড) এর নিকট উপস্থাপন করবেন। অতঃপর এসি ল্যান্ড উপস্থিত উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ, প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও রেকর্ড যাচাই করে সন্তুষ্ট হলে নামজারির আদেশ দেবেন ও উপস্থাপিত খতিয়ানে স্বাক্ষর দিয়ে তা প্রার্থীপক্ষকে প্রদান করবেন। সব শেষে একই আদেশে সংশ্লিষ্টদের অন্যান্য নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ
 

(ক) স্বল্পতম সময়ে হয়রানিমুক্ত নামজারি সম্পাদন, বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী নামজারি করতে যেখানে ৪৫ দিন প্রয়োজন, এই পদ্ধতিতে একদিনেই তা সম্ভব।

(খ) ভোগান্তি ও দুর্নীতি লাঘবে বাসস্তাব সমাধান।

(গ) **Time, Cost ও Visit** এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় মানগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহীতাদের ভোগামিত্ত
১। দীর্ঘসূত্রীতা	অনেকগুলো ধাপ, সেবা দাতাদের আন্তরিকতার অভাব	<input type="checkbox"/> জমির মালিকানা হস্তান্তরে ব্যর্থতা <input type="checkbox"/> জমি সংক্রামিত্ত মামলার উদ্ভব <input type="checkbox"/> দালাল/জালিয়াতের দৌরায়ে জমির একাধিকবার হস্তান্তর
২। বাড়তি খরচ ও অধিক শ্রম/ভোগান্তি	বার বার যাতায়াত, মধ্যস্থত্ব ভোগীদের দৌরায়ে, সেবাগ্রহীতার সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের ঘাটতি।	<input type="checkbox"/> ব্যাংক লোন প্রাপ্তিতে বাধা <input type="checkbox"/> উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে না পারা <input type="checkbox"/> অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে ভোগান্তি

- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৪৫+ দিন	২,০০০/২,৫০০ টাকা (যাতায়াত ও বিবিধ ব্যয়)	কমপক্ষে ৫/৬ দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ দিন	সরকারি ফি ১,১৭০/- টাকা+ যাতায়াত ভাতা	১ দিন
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	অপেক্ষায় ৪৪ দিনের অবনমন হবে।	২,০০০/২,৫০০ টাকা	৪-৫ দিনের সময় বাচবে।

❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ

- যেসকল উপজেলায় নামজারীর পরিমাণ তুলনামূলক কম, সেবাটি সেসব উপজেলায় সফলভাবে চালু করা সম্ভব।
- সকল প্রয়োজ্য ডকুমেন্ট পেলে এবং দখলদারিত্ব নিশ্চিত হলেই কেবল এই নামজারী করা উচিত।
- নামজারীর প্রচলিত প্রক্রিয়ার সকল ধাপেই এই উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন হবে।

## 24। "নামজারি সেবা সহজীকরণ।"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি অফিস, টাঙ্গাইল।
- ❖ সমস্যাঃ নামজারি কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রীতা।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ প্রত্যেক আবেদনকারীকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র নাম্বার প্রদান করা হয় এবং নামজারি কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপের তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময়সীমার (২১ কার্যদিবস) মধ্যে সেবা প্রদানের নিমিত্ত হেল্পডেস্ক হতে সহায়তার মাধ্যমে সঠিক আবেদন গ্রহণপূর্বক স্বতন্ত্র নাম্বার প্রদান ও সেবা নিষ্পত্তির প্রতিটি ধাপের তারিখ সম্পর্কে সেবা গ্রহণকারীকে অবহিত করা।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ সেবা গ্রহীতা সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারত না, নামজারি পেতে সেবা গ্রহীতাকে নানাবিধ হয়রানীর শিকার হতে হত এবং ফলশ্রুতিতে অনেক সময় ব্যয় হত।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ নামজারি কার্যক্রমকে ২৫ কার্যদিবসে সম্পন্নকরণ এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা আনয়ন।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ নির্দিষ্ট সময়ে স্বচ্ছতার সাথে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারী পরস্পরের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধিকরণ।

25। "স্বল্পসময়ে ও সহজ উপায়ে মিউটেশন রিভিউ (মিসকেস) সম্পন্নকরণ"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি অফিস সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ [ ভূমি মন্ত্রণালয় ]।
- ❖ সমস্যাঃ নামজারি কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রীতা
  - সাধারণ জনগন জানতো না কিভাবে মিসকেসের আবেদন করতে হবে।
  - সাধারণ জনগন সঠিকভাবে নোটিশ পেত না।
  - মিস কেস সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সময় লেগে যেত।
  - জনগন মিসকেস সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারতেনা।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ
  - মিস কেসের একটি নির্দিষ্ট ফরম তৈরী করা হয়েছে।
  - নোটিশের পাশাপাশি মোবাইলে নম্বর দেয়া হচ্ছে।
  - ৬ মাসের মধ্যে মিস কেস সম্পন্ন করা হচ্ছে।
  - সমস্ত তথ্য জনগনের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ
  - মিসকেসের জন্য নতুন ফর্ম তৈরী করা।
  - মোবাইল নম্বর এর মাধ্যমে জনগনকে শুনানীর তারিখ দেয়া।
  - ৬ মাসের মধ্যে মিসকেস সম্পন্ন করা।
  - এছাড়া এসি ল্যান্ড অফিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট [www.aclandshirajdikhan.gov.bd](http://www.aclandshirajdikhan.gov.bd) এর মাধ্যমে জনগন বর্তমানে অনলাইনে নামজারীর আবেদন করতে পারে।
  - অনলাইনে মিসকেসের আবেদন করতে পারে।
  - নামজারী ও মিসকেসের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারে।
  - উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস সম্পর্কিত সমসত্ত্ব তথ্য জানতে পারে।
  - সরকারী ওয়েব সাইট সমূহে ঢুকতে পারে।
  - ভূমি সম্পর্কিত সমসত্ত্ব বই ও আইন পড়তে পারে।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ
  - পূর্বে জনগনকে আবেদন লেখানোর জন্য পিয়নদের টাকা দিতে হতো।
  - ০১টি মিসকেসের জন্য ৩ হতে ৫ বছর ঘুরতে হতো।
  - সঠিকভাবে নোটিশ না পেয়ে য়তিগ্রস্থ হতো।
  - ভূমি অফিসের তথ্য সম্বলিত কোন ওয়েবসাইট ছিলনা।
- ❖ জনগনের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ
  - জনগন বর্তমানে সহজেই মিসকেসের আবেদন করতে পারছে।
  - মোবাইলে শুনানীর নোটিশ পাচ্ছে।
  - সেবাগ্রহীতারা ৬ মাসের মধ্যে ১টি মিস কেসের আদেশ পাচ্ছে।
  - মিসকেস ও ভূমি অফিস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে।
  - মিউটেশন ও মিসকেসের ফরম ঘরে বসেই ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারছে।

মিসকেসের বর্তমান ও পূর্বের তথ্য সম্বলিত ডাটা

নং	কর্মকর্তাগণের কার্যকাল	অর্থ বছর	দায়েরকৃত মিস কেসের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মিস কেসের সংখ্যা	৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার

০১	পূর্ববর্তী বিভিন্ন সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের সময়	পূর্ব হতে ২০১৪- ১৫ পর্যন্ত	৩৪২	১০৫	--	৩০.৭০%
----	--	-------------------------------	-----	-----	----	--------

নং	কর্মকর্তাগণের কার্যকাল	অর্থ বছর	দায়েরকৃত মিস কেসের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মিস কেসের সংখ্যা	৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার
০১		পূর্ববর্তী বিভিন্ন অর্থবছরের	২৩৭	২০০	--	৮৪.৩৯%
০২	বর্তমানে	২০১৪-২০১৫	১৪৬	৫৩	৪৩	৩৮.৩৬%
০৩	পাইলটিং প্রজেক্টের আওতায়	২০১৫-২০১৬	১৭০	৮১	৮১	৪৭.৬৫%

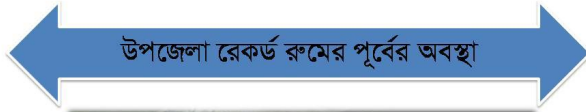
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ জনগনকে দ্রুত ও হাতের মুঠোয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সহজী করণ করা যায়।

## 26। "নামজারী প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং দ্রুততম সময়ে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি অফিস, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
- ❖ সমস্যাঃ
  - (ক) সেবা গ্রহিতার ভূমি আইন সম্পর্কিত অসচেতনতা ও অজ্ঞতা;
  - (খ) সেবা প্রদানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অধিক পরিশ্রম ও সময় লাগতো;
  - (গ) দালালদের দৌরাভ্য;
  - (ঘ) সেবা গ্রহণে অতিরিক্ত খরচ।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ
  - (ক) একটি **Website** ও **software** তৈরির মাধ্যমে অনলাইনে ও ম্যানুয়ালী আবেদন গ্রহণ;
  - (খ) আবেদন গ্রহণের সাথে সাথে ডিজিটাল রেজিস্টার-এ এন্ট্রি হচ্ছে এবং আবেদনকারীকে মেসেজের মাধ্যমে ট্র্যাকিং ও কেস নম্বর দেয়া হচ্ছে এবং একইসাথে তার শুনানীর সম্ভাব্য তারিখ জানিয়ে দেয়া;
  - (গ) আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হলে সেবা গ্রহীতাকে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে নিয়ে দেয়া;
  - (ঘ) ডিজিটাল খতিয়ান প্রস্তুত ও সে মোতাবেক রেকর্ড সংশোধন;
  - (ঙ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক হোল্ডিং খুলে অনলাইনে ও ম্যানুয়ালি তামিল প্রতিবেদন দাখিল।
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ নামজারী সংক্রান্ত জনগণের সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহার।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ উদ্ভাবনের পূর্বে জনগণকে ৫-৭ বার ভূমি অফিসে যাতায়াত করতে হতো। নামজারী সম্পন্ন হতে ৪০-৬০ দিন সময় লাগত। জনগণ তাদের জমির নামজারীর বিষয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতো।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ এ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের ফলে নামজারীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ২ থেকে ৩ বার ভূমি অফিসে যাতায়াত করতে হচ্ছে। নামজারী সম্পন্ন হতে ২০ থেকে ৩০ দিন সময় লাগছে। ফলে জনসাধারণ কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে দ্রুত সেবা পাচ্ছেন।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সহজতর করার পাশাপাশি স্বল্প সময়ে জনসাধারণকে সঠিক সেবা দেয়া সম্ভব।

## 27। "রেকর্ডরুম বেহাল অবস্থা থেকে সু-হালে নিয়ে যাওয়া"

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি), বাগমারা, রাজশাহী।
- ❖ সমস্যাঃ অফিসে কোন রেকর্ডরুম ছিল না।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ পাঁচ সদস্যের একটি দল গঠন করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে সাল ভিত্তিক নথিপত্র সুবিন্যাস করে রেকর্ডরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- ❖ সমস্যা সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ উন্নত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ কোন রেকর্ডরুম ছিল না
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ পূর্বে সেবা প্রত্যাশীদের জাবেদা নকল সরবরাহ করা অনেক সময় সাপেক্ষ ছিল বর্তমানে এটি করার পর জাবেদা নকল অতি দ্রুত সময়ে সেবা প্রত্যাশীদের জাবেদা নকল সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে এবং বিভিন্ন মিস কেস অনেক সহজে ও কম সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছেঃ দলগত প্রচেষ্টার দ্বারা আপাত অসম্ভব কাজও বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং এর দ্বারা জনগণকে কম সময় ও মূল্যে কাঙ্ক্ষিত সেবা দেওয়া যায়
- ❖ ছবিঃ



## 28। জনসেবায় উপজেলা ভূমি প্রশাসন, সোনাইমুড়ী।

❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি প্রশাসন, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

❖ সমস্যাটি কি ছিল

উপজেলা ভূমি অফিসের সমস্যা সমূহঃ

- জমাখারিজ নথি, বিবিধ মামলার নথি, ডি পি নথিসহ অন্যান্য নথি সমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হত না। ফলে কোন সেবা গ্রহীতা বা ভূমি অফিসের কোন কর্মকর্তা, সহজে নথি পেত না। এতে জনহয়রানী বৃদ্ধি পেত এবং সরকারী সম্পত্তি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যেত না।
  - ভূমি অফিসের বিভিন্ন মামলার শুনানীর ক্ষেত্রে নোটিশ জারী হতে সময় লাগত এবং বিবিধ মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হত।
  - বিভিন্ন ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের কোন মাধ্যম ছিল না।
  - জনগণের ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে না জানার কারণে হয়রানির মুখোমুখি হত।
  - উপজেলা ভূমি অফিস প্রদত্ত সেবা সমূহের কোন প্রচার-প্রচারনা ছিল না। ফলে জনগণ এ সব সেবা সম্পর্কে অবহিত ছিল না।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছেঃ
- ▶ নামজারী নথি, বিবিধ নথিসমূহ উপজেলা ভূমি অফিসের রেকর্ডরুমে স্পুপাকারে ছিল। স্পুপাকারে থাকার ফলে কোন নথি সহজে খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রথমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে রেকর্ডরুমের জন্য সেলফ বানানোসহ সেলফ সমূহে নাম্বারিং করা হয়। নথি সমূহ সালানুসারে বাছাই করা হয়। ৫০ টি করে নথি একেকটি বান্ডিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে চুড়ান্ত বাছাই এর নথি সমূহ প্রতিটি সেলফ এ রাখা হয়। নথি সমূহ সালানুসারে কম্পিউটারে নথি নম্বর, সেলফ নম্বর, তাক নম্বর এই ক্রমিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে যে কোন সেবা গ্রহীতা ২/৩ মিনিটের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় নথি পেয়ে যাচ্ছেন।
  - ▶ নামজারী মামলা, বিবিধ মামলার শুনানীর তারিখ সমূহ মোবাইলে এস এম এস/ফেসবুকের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।
  - ▶ উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সকলের জন্য ক্রমিকারের মোবাইল নম্বর দেয়া হয়েছে এবং একটি ব্যানারের মাধ্যমে নাম্বার সমূহ জনগণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।
  - ▶ ভূমি অফিস প্রদত্ত সেবা সিটিজেন চার্টার ছাড়াও বিভিন্ন কাজের ধাপ সমূহ ফ্লোচার্ট আকারে অফিসের বাহিরে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। জনগণ খুব সহজেই কাজের পর্যায় গুলো দেখতে পারে এবং কাজ গুলো সম্পাদন করতে পারে।
  - ▶ ভূমি সংক্রান্ত আবেদন ফরম বিনা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফরম সমূহ পুরনসহ ভূমি সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য “ভূমি সেবা কেন্দ্রের” প্রচলন করা হয়েছে।
  - ▶ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে Face Book এ “AC LAND Sonaimuri” নামক ফেইজ বুক পেইজ খোলা হয়েছে। এতে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, পরিপত্র দেয়া হয়েছে। উপজেলা ভূমি অফিসের বিভিন্ন কর্মকান্ড জনগণকে অবহিত করা হয়।
  - ▶ “AC LAND Sonaimuri” নামক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে জনগণ ভূমি সংক্রান্ত প্রায় সকল ধরনের তথ্য জানতে পারে। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের জন্য একটি Land Tsx Calculator এতে সংযোজন করা হয়েছে।
- ❖ সমস্যাটি সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিল
- ❖ ভূমি সংক্রান্ত মতামত সকল বিধি বিধান এর সফট কপি উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রদান করা হয়।

- ❖ রেকর্ডরুমের নথি সমূহ সারিকরন, কম্পিউটারে ডাটাবেইজের মাধ্যমে নথি খুজে বের করা।
- ❖ ভূমি অফিসে প্রদত্ত সকল সেবার ফরম সমূহ বিনা মূল্যে বিতরণ এবং তা পুরনে সহযোগিতা করা।
- ❖ প্রদত্ত সেবা সমূহ সিটিজেন চার্টার পাশাপাশি ফ্ল্যাচার্ট আকারে প্রদর্শন।
- ❖ কর্পোরেট সিম চালু এবং নম্বর সমূহ দৃশ্যমান সহানে প্রদর্শন
- ❖ সোনাইমুড়ী উপজেলা ভূমি অফিস প্রদত্ত সেবা সমূহ নিয়ে AC LAND Sonaimuri নামক মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরী।
- ❖ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসে অভিযোগ বক্স সহাপন এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অভিযোগ বক্সের চাবি সহকারী কমিশনার ভূমির নিকট এবং উপজেলা ভূমি অফিসের অভিযোগ বক্সের চাবি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ❖ বর্তমান উত্তাবনের পূর্বে অবস্থা কি ছিল
  - I. নথি সমূহ আগোছালো ছিল।
  - II. নথি সংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না।
  - III. নথি নষ্ট হয়ে যেতো।
  - IV. সিটিজেন চার্টারে সেবা গ্রহণের ধারা সমূহ বিস্তারিত নাই
  - V. আবেদন ফরম সহজল্যাভ ছিলো না।
  - VI. বিবিধ মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগত, নোটিশ জারীতে অনেক সময় প্রয়োজন।
  - VII. সেবা গ্রহণের অসমতুষ্ঠ হলে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্র ছিল না।
- ❖ জনগনের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে
  - I. জনগণ তার আপত্তিকৃত / দাবীকৃত নথিটি একদিনে ২/৩ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যায়।
  - II. বিবিধ মামলা তারিখ সময় নোটিশ ছাড়াও মোবাইলে SMS দেয়া হয় বিধায় তাকে বার বার ভূমি অফিসে এসে ধর্না দিতে হয় না।
  - III. জনগণ যে কোন আবেদন ফরম বিনা মূল্যে পায়।
  - IV. আবেদন ফরম জনগণ চাইলে ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্রের সহযোগিতা পূরণ করতে পারে।
  - V. ভূমি সংক্রামত সকল বিধি বিধান এর সকল কপি উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রদান করা হয়।
  - VI. সেবা সম্পর্কে মতামত অভিযোগ বক্সে দেয়া যায়।
  - VII. গণশুনানীতে অংশ গ্রহণ করে ভূমি সংক্রামত পরামর্শ নিতে পারে।
  - VIII. মোবাইল এ্যাপস, ফেইজবুক ফেইজ ব্যবহার করে ভূমি সম্পর্কে জানতে পারে।
- ❖ উত্তাবনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে
  - I. ভূমি সমস্যার অন্যতম প্রদান কারন ভূমি / ভূমি আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা / জনগণ বা সেবা গ্রহীতা যদি ভূমি আইন সম্পর্কে জানে তবে তারা সহজেই সেবাটি গ্রহণ করতে পারে। জনগণকে সেবা গ্রহণের ধাপ সম্পর্কে জানানো গেলে এবং সেবা গ্রহীতা সেবা গ্রহণে কোন অসুবিধায় সম্মুখিন হলে অভিযোগ জানানোর এবং তার প্রতিকার করা হলে ভূমি প্রশাসনের কাজে সচ্ছতা ও জবাব দিহিতা বৃদ্ধি হবে।

❖ ছবি

**উপজেলা ভূমি অফিস, সোনাইসুড়ী, নোয়াখালী**




Click to e > le Style




















**আপনার এসি ল্যান্ড**

সমস্যা

অভিযোগ

পরামর্শ ও

যেকোন বিষয়ে সহায়তা আলাপ করুন

সহকারী কমিশনার (ভূমি)

সোনাহাট, সোনালী

ফোনঃ ০১৭০৪৪০০০৭



**ভূমি তথ্য সেবা**

১. কোনো প্রশ্নের, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

২. বিভিন্ন কাজের সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

৩. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

৪. ভাড়া সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

৫. কোনো প্রশ্নের, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

৬. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

৭. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

৮. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

৯. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১০. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১১. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১২. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১৩. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১৪. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১৫. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১৬. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১৭. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১৮. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

১৯. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

২০. টিকিট সনদ, সোনাহাট ০১৭০৪৪০০০০

ক্রমিক সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনাহাট, সোনালী

**ভূমি সেবা কেন্দ্র**

- নামজারী আবেদন সহ সকল প্রকার আবেদন করা নেওয়া হয়।
- আর্পিত সম্পত্তি বরায়ন, একনামা বরায়ন করণ পাওয়া যায়।
- আবেদন করণ পূরণে সহায়তা করা হয়।
- ভূমি সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- খতিয়ানের সহী মুহুরী সকলের আবেদন গ্রহণ করা হয়।

ভূমি বিষয়ে যেকোন প্রশ্নের সহায়তা সোনাহাট, সোনালী



ইউনিট নং: ১০১

সেট নং: ১০১

ইউনিট নং: ১০১

সেট নং: ১০১

ক্র.সং	কামের নং	নাম	ক্র.সং	কামের নং	নাম
০১	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১
০২	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১
০৩	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১
০৪	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১

ইউনিট নং: ১০১

সেট নং: ১০১

ইউনিট নং: ১০১

সেট নং: ১০১

ক্র.সং	কামের নং	নাম	ক্র.সং	কামের নং	নাম
০১	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১
০২	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১
০৩	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১
০৪	১০১/১০১	১০১	১০১	১০১/১০১	১০১

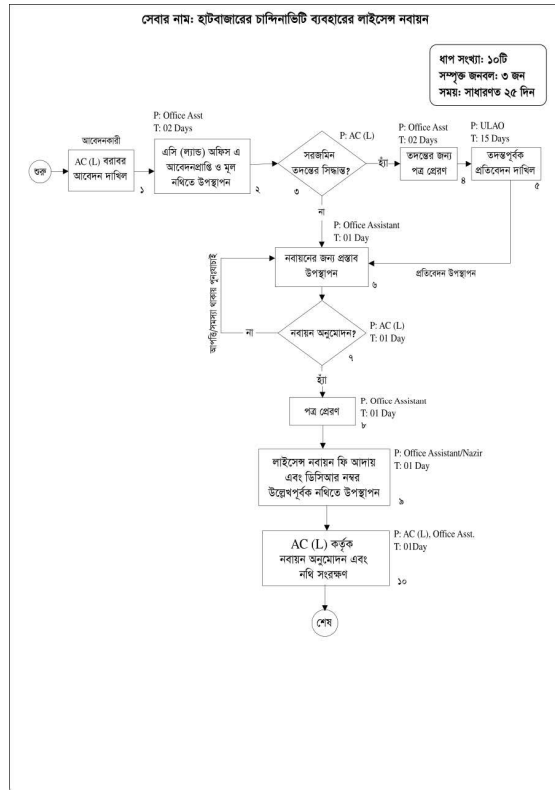
সহকারী কমিশনার (ভূমি), সোনাহাট সোনালী এর রাজস্ব আদালতে  
 ব্রিটিশ মামলা সুনানীর ধার্য তারিখ  
 তারিখ : ১৭/১১/২০১৫ খ্রি., বিকেল ৩:০০ ঘটিকা

ক্র.সং	মামলার নম্বর	বাদী	বিবাদী
০১.	ব্রিটিশ মামলা নং ৩৯/১৪-১৫	জনাব মিজানুর রহমান গং	জনাব সাহিদা বেগম
০৩.	ব্রিটিশ মামলা নং ৪০/১৪-১৫	জনাব মোঃ শাহজাহান	মোসাম্মত খানোদা বেগম রাণী



**উপজেলা ভূমি অফিস**  
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী

aclangsonaimuri@gmail.com  
01705465007  
Innovated by  
Md. Nikaruzzaman  
AC Land Sonaimuri, Nowakhali.



**সহকারী কমিশনার(ভূমি)**  
**উপজেলা ভূমি অফিস**  
**সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী**  
Government Organisation

12% response rate, 68-day response time  
Respond faster to turn on the badge

508 likes +84 this week  
Shahadat Hussain and 55 other friends

Post reach of 10,911 this week

See Pages Feed  
Posts from Pages that you've liked as your Page

Invite friends to like this Page

AC Land Sonaimuri added 2 new photos.  
Published by Robin Chowdhury [?] · 11 April at 17:30

উপজেলা ভূমি অফিসের আবেদনের মাধ্যমে ভূমি বিষয়ক সকল আবেদন সহকারী কমিশনার ভূমির নিকট করুন। অল্পই প্রাপ্তি স্বীকার দিন। ফলাফল থেকে সুর মারুন।

AC Land Sonaimuri  
উপজেলা ভূমি অফিসের আবেদনের মাধ্যমে ভূমি বিষয়ক সকল আবেদন সহকারী কমিশনার ভূমির নিকট করুন। অল্পই প্রাপ্তি স্বীকার দিন। ফলাফল থেকে সুর মারুন।

## 29। কর্তব্যবোধের সহিত দায়িত্ব বোধঃ একসনা লীজ নবায়ন ফি আদায়ে অসাধারণ অর্জন।

❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ সুবর্ণচর উপজেলা, নোয়াখালী।

❖ সমস্যাটি কি ছিল :

নিঃসন্দেহে আমাদের দেশ বর্তমানে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে আসীন হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর সাথে তাল মিলিয়ে আমরা কতটুকু সেবা প্রদান করতে পারছি আমাদের ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের?

প্রায়শই দেখা যায়, আমাদের দেশে ভূমি অফিস গুলোতে সরকারি কোষাগারে টাকা জমা দিতে এসে সেবা প্রত্যাশীদের বিভ্রমনার অন্ত নেই। ভূমি উন্নয়ন কর/ ডিসিআর ফি/লীজমানি প্রভৃতি জমা দেয়ার দায় যেন সেবা গ্রহীতার। এক্ষেত্রে রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীর আইনি জটিলতা সৃষ্টি সহ সদৃষ্টির অভাব দৃষ্ট হয়। এ বিষয়টি বেশ কয়েক মাস ধরে অভিযোগ পাওয়ার ভিত্তিতে সুবর্ণচর উপজেলা ভূমি অফিসে একটি উদ্ভাবনী চিন্তা বাস্তবায়ন হয়। প্রথম দিকে অভিযোজন করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী/সেবা গ্রহীতা সহ বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। ধীরে ধীরে আলোচনা, উদ্দীপনা এবং যোগাযোগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

❖ কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে :

বিষয়টি হচ্ছে, পেরিফেরিভুক্ত বাজার সমূহের চান্দিনা ভিটি একসনা লীজ নবায়ন ফি আদায়। গতানুগতিক পন্থা ছিল চান্দিনা ভিটি লীজ গ্রহীতা লীজ নবায়ন ফি জমা দিতে ইচ্ছুক হলে ১ম ধাপে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর আবেদন করতে হয় ; ২য় ধাপে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) তদন্ত করার জন্য উক্ত আবেদনটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করেন; ৩য় ধাপে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তের জন্য মাঠ পর্যায়ে যান এবং তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করেন; ৪র্থ ধাপে, তদন্ত প্রতিবেদনটি সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর সুবিধাজনক সময়ে প্রেরণ করেন; ৫ম ধাপে, তদন্ত প্রতিবেদনে যদি আপত্তি পাওয়া না যায় তাহলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আদেশপত্রের মাধ্যমে নাজিরকে লীজ নবায়ন ফি আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেন; ৬ষ্ঠ ধাপে, লীজ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে বিষয়টি অবগত হয়ে উপজেলা ভূমি অফিসে এসে লীজ নবায়ন ফি জমা দেন। এভাবে মোট ৬টি ধাপে কাজটি সম্পন্ন হয়। এখানে এ বিষয়টি বাস্তব সত্য যে, প্রতিটি ধাপে লীজ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে অতিরিক্ত সময়, যাতায়াত ও অর্থ খরচ (TCV) করতে বাধ্য হন।

❖ সমস্যাটি সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিল :

সুবর্ণচর উপজেলা ভূমি অফিস বর্তমানে যে নতুন পন্থা চালু হয়েছে এর মাধ্যমে গতানুগতি ছয়টি ধাপের পরিবর্তে একটি/ দুইটি ধাপের মাধ্যমে লীজ গ্রহীতাগণের (TCV) অনেকাংশে হ্রাস করে বা হয়রানি / ভোগান্তি দূর করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল পরিমাণে লীজ নবায়ন ফি আদায় সম্পন্ন হয়। এ লক্ষ্যে পেরিফেরিভুক্ত বাজারের সকল নথি গুলো (২১৫২ টি লীজ নথি ) আলাদা করে বাজারওয়ানী সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং নথিগুলোর তথ্য সমূহ কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। এর পর একটি বাজার টার্গেট করে প্রতি পনের দিন অন্তর ১০০ টি নথি তালিকা করে (বিস্তারিত তথ্যসহ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে লীজ গ্রহীতাগণের শর্ত-লংঘন সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বলা হয়।সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বাজারের লীজ গ্রহীতাগণকে লীজ নবায়ন ফি জমা দেওয়ার বিষয়টি অবগত করানোর জন্য সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদককে বকেয়া ফি সহ তালিকা দিয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাজির সহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে লীজ নবায়ন ফি আদায় করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় অত্র উপজেলা ভূমি অফিসে পূর্বের ১০ (দশ) বছরে যা আদায় হয়নি গত ০১ (এক) বছরে তার চেয়ে ছয়গুণ টাকা অর্থাৎ ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ টাকা) আদায় সম্পন্ন হয়েছে। শুধু তাই নয়, লক্ষ লক্ষ টাকার অবৈধ লেনদেন বন্ধ হয়েছে। কার্যত লীজ গ্রহীতাগণ লীজ নবায়ন ফি জমা দিতে ভূমি অফিসে আর আসতে হয়না বরং ভূমি অফিস লীজ মানি আদায়ের লক্ষ্যে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। তাই অত্র উপজেলার সকল একসনা লীজ গ্রহীতাগণ নতুন পন্থাটিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি, সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নতুন নতুন জনসেবামূলক পন্থা চালুর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় তথা ভূমির সার্বিক সেবার মান বৃদ্ধি করে শুধু

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয় সত্যিকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার “ ভিশন ২০২১ ” বাস্তবায়ন করতে অচিরেই সক্ষম হবে।

### 30। স্বল্প সময়ে তথ্য সেবা প্রদান।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
- ❖ সমস্যাটি কি ছিল:

পূর্বে নামজারী/ জমা খারিজের চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের পর নামজারী খতিয়ান কানুনগো কর্তৃক ১ নং স্বত্বলিপি বইতে সৃজন করে তার স্বাক্ষর ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অনুমোদনক্রমে স্বাক্ষর নিয়ে নতুন নামজারী খতিয়ান এর এক কপি সেবাগ্রহীতার কাছে দেয়া হত নির্ধারিত ফিস ডিসিআর এর মাধ্যমে আদায় করার পর। পূর্বের খতিয়ান / খতিয়ান সমূহ থেকে রেকর্ড কর্তনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কানুনগো এর একার উপর। সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ সাবেক খতিয়ান হতে ভূমি কর্তন করা হয়েছে কিনা এর কোন খোঁজ রাখতেন না। ইউনিয়ন ভূমি অফিসে রক্ষিত স্বত্বলিপি বইতেও রেকর্ড সংশোধন করা হয়েছে কিনা বা ওই অফিসে সাবেক খতিয়ান হতে ভূমি কর্তন করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উদাসীন ছিলেন। রেকর্ড সংশোধনের সময় সাবেক খতিয়ান হতে ভূমি নতুন খতিয়ানে কর্তন করা থাকলেও শুধু পরিমাণ কমানো হতো, মাঝে মাঝে 'গত খং' (গত/ নতুন খতিয়ান) নম্বর লিখা থাকতো। অনেক সময়ই সাবেক খতিয়ান হতে কর্তন না করেই নতুন খতিয়ান সৃজন করা হতো। ফলে যেসব নামজারী/ জমা খারিজের সাবেক খতিয়ান কর্তন করা হতোনা সেসব সেবাগ্রহীতার চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতেন। মাঝে মাঝেই এক জমি একাধিকবার নামজারী হয়ে যেত এসব কারণে।

- ❖ কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে?

সহকারী কমিশনার (ভূমি), হবিগঞ্জ সদর - অমিতাভ পরাগ তালুকদার কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই এসব সমস্যা গোচরীভূত হবার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হবিগঞ্জ সদর, জনাব আশফাকুল হক চৌধুরী কে অবহিত করা হয়। এ সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য ইউএনও মহোদয়ের সভাপতিত্বে উপজেলা রাজস্ব প্রশাসনের সকলকে নিয়ে সভা আহ্বান করা হয়। সভার আলোচনা এবং সভাপতির দিকনির্দেশনায় খুব সহজেই সমস্যাটির সমাধান করা হয়। রেকর্ড সংশোধনের জন্য একটি সিল বানানো হয় যাতে রেকর্ড সংশোধনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হবে। এতে নামজারী নম্বর, সাবেক খতিয়ান নম্বর, দাগ / দাগসমূহের নম্বর দাগ অনুযায়ী জমির পরিমাণ ও নতুন খতিয়ান নম্বর লেখা থাকবে। কানুনগো কর্তৃক সাবেক রেকর্ড সংশোধন করে স্বাক্ষর করলে আবশ্যিকভাবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) যাচাই ক্রমে সাবেক রেকর্ড হতে কর্তন করে এরপর নতুন খতিয়ান এ স্বাক্ষর করবেন। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের রেকর্ড সংশোধন করে তামিল প্রতিবেদন সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবরে ইউএলএও প্রেরণ করবেন। ফলশ্রুতিতে সেবাগ্রহীতার দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে।

- ❖ সমস্যার সমাধানের মধ্যে কি উদ্ভাবন ছিল?

রেকর্ড সংশোধনের প্রাচীন কাজটিতে স্বল্পমূল্যের সীল তৈরীর মাধ্যমে এবং রেকর্ড সংশোধনের প্রতিটি পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর প্রত্যক্ষ তদারকি নিশ্চিত করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে অনুপস্থিত ছিল।

- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিল?

রেকর্ড সংশোধনের সময় সাবেক খতিয়ান হতে ভূমি নতুন খতিয়ানে কর্তন করা থাকলেও শুধু পরিমাণ কমানো হতো, মাঝে মাঝে 'গত খং' (গত/ নতুন খতিয়ান) নম্বর লিখা থাকতো। অনেক সময়ই সাবেক খতিয়ান হতে কর্তন না করেই নতুন খতিয়ান সৃজন করা হতো। ফলে যেসব নামজারী/ জমা খারিজের সাবেক খতিয়ান কর্তন করা হতোনা সেসব সেবাগ্রহীতার চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতেন। মাঝে মাঝেই এক জমি একাধিকবার নামজারী হয়ে যেত এসব কারণে।

- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে?

জনগন সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট। সেবাগ্রহীতার রেকর্ড সংশোধন যথাযথ প্রক্রিয়ায় হওয়ায় তারা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকছেন। জনভোগাঙ্গী ব্যাপকহারে হাস পেয়েছে। সেবাপ্রদানকারীরাও শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করছেন।

❖ উত্তরনটিতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে?

সেবা প্রদানকারীর দায়িত্বে অবহেলা সেবাগ্রহীতাকে চরম বিপদগ্রস্ত করতে পারে। সেবা প্রদানে শুদ্ধাচার/ উত্তম চর্চার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সকল সময়ে জনগণের সেবা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য এ অনুচ্ছেদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যায় একটু সদিচ্ছা থাকলে।

### 31। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাঃ) আদালতের বিবিধ মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তিকরন।

❖ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ নাটোর

❖ প্রকল্প পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণঃ

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি
সেবা গ্রহীতাকে বার বার অফিসে আসতে হয়	প্রতিপক্ষের জবাব সময়মত দাখিল না হওয়া	সেবা গ্রহীতাকে বার বার অফিসে হয়রানির শিকার হওয়া
মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা	প্রতিবেদন প্ররণে বিলম্ব ও তাতে দুর্বলতা	সেবা গ্রহীতার আর্থিক ক্ষতি হওয়া
সামাজিক উন্নয়নে দীর্ঘসূত্রিতা	সময় প্রার্থনা করে মামলা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা	আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়া
আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়	মূল নথি প্ররণে বিলম্ব	
	নথি উপস্থাপনে সহকারীর দুর্বলতা নথি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা	
	বিশেষ কারনে আদালতের কার্যক্রম না হওয়া	
সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতিঃ (Where, who, how much, what and why?) পূর্বে রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তিতে গড়ে ১.৫-২ বছর সময় লাগত এবং ১৫-২০ বার অফিসে যাতায়াতে প্রায় ১০,০০০/- টাকার মত খরচ হতো। ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ব্যহত হতো।		

❖ প্রকল্পে গৃহিত সমাধান প্রক্রিয়াঃ

আবেদন প্রাপ্তির পর প্রথম দিনই SA&T Act 1950 এর 148 ও 151 ধারা অনুযায়ী Admission hearing হয়ে মামলা গৃহীত /প্রত্যাহাত হবে। যদি ১২ বছরের উর্ধ্বের মামলা হলে বা প্রয়োজনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্ধারিত ফরমেটে তদন্ত প্রতিবেদন দিবেন এবং মূল নথি প্ররণ করবেন। প্রতিপক্ষকে নোটিশ দেয়া হবে।

নতুন প্রসেস ম্যাপঃ

<b>সেবা প্রদানের ধাপ</b>
<b>বিবিধ মোকদ্দমা দাখিল, SA&amp;T Act 1950 এর 148 ও 151 ধারা অনুযায়ী Admission hearing ও আদেশ</b>

মূল নথি প্রাপ্তি/নির্ধারিত ফরমেটে তদন্ত প্রতিবেদন
২য় পক্ষের জবাব দাখিল ও শুনানী
অধিকতর শুনানী ও চূড়ান্ত আদেশ/নিষ্পত্তি
চূড়ান্ত আদেশ/নিষ্পত্তি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত সমাধান ব্যবহার

- ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে

সামলা নং	উপজেলা	পরবর্তী ধার্য তারিখ	আবেদনকারীর নাম	আবেদনকারীর ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম	প্রতিপক্ষের ঠিকানা	উপজেলা	বিবরণ
1	০৭/১০	2016-02-22	সুবেদ চন্দ্র সরকার	সাং-আরকানি	ইমরাত আলী	সাং-আরকানি	সিংহ	খারিজ কেস নং-১০১০/১৯৯০ খারিজের আবেদন।
2	৭০/১৪	2016-02-22	আমজার বেগম	সাং-শাকুরিয়া	আমর বিবি	সাং-শাকুরিয়া	সিংহ	২২৪/১০-১৪ দিস কেসের বিরুদ্ধে আর্শীল।
3	১১০/১৪	2016-02-22	আমার উদ্দিন	সাং-হাশিমপুর	আবদুর আলী	সাং-হাশিমপুর	হাশিমপুর	পিএস কেস খারিজের আবেদন
4	৭৫/১৪	2016-02-22	বুসম আলী	সাং-গোয়ালবাড়িয়া	আবেদ আলী	গোয়ালবাড়িয়া	সিংহ	খারিজ কেস নং-১০৫২/১২-২৩ খারিজের আবেদন।
5	৭৪/১৪	2016-02-22	বুসম আলী	সাং-গোয়ালবাড়িয়া	রফিক আলী	গোয়ালবাড়িয়া	সিংহ	খারিজ কেস নং-১০৫১/১২-২৩ খারিজের আবেদন।
6	০৯/১৪	2016-02-22	আবদুল খালিকা	সাং-মির্জাপুর	মাহমুদা আক্তা	হাশিমিয়া	সিংহ	খারিজ কেস নং-৯৮০/১২-২৩ খারিজের আবেদন।
7	১৭/১১	2016-02-22	কাজিম উদ্দিন	সাং-নামানদিপুর	ওমর আলী	সাং-নামানদিপুর	নাটোর সদর	৪৫/১০-১১ দিস কেসের বিরুদ্ধে আর্শীল।
8	১১০/১৪	2016-02-22	মুজিব আলী	সাং-কমলাপুর	ওমর আলী	সাং-কমলাপুর	সিংহ	৪২/৭৬-৭৭ নং খারিজ খারিজের আবেদন
9	২৯১/১৪	2016-02-17	আব্দুল হক বেগম	সাং-বেলখরিয়া	হাসেনা বেগম	সাং-বেলখরিয়া	নাটোর সদর	৭২/১০ দিস কেসের বিরুদ্ধে আর্শীল।
10	১৪/১০	2016-02-17	শাহজাদ রহমান	সাং-দস্তদিঘী	মোস্তাফা বেগম	সাং-কুলবাড়িয়া	সিংহ	খারিজ কেস নং-১০১৯/১৪-১৬ খারিজের আবেদন।

❖ প্রকল্পটি প্রচলিত পদ্ধতি হতে আলাদা কীভাবে? উদ্যোগটির মধ্যে নতুন/উদ্ভাবন কি ছিল ?

- নির্ধারিত ফরমেটে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান
- নথি ব্যবস্থাপনায় নতুন পদ্ধতি অবলম্বন
- মামলা শুনানীর পূর্বেই মামলা নম্বর ডিসপ্লি
- ডাটাবেজের মাধ্যমে মামলার আপটুডেট তথ্য সরবরাহ

❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থাঃ রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তিতে গড়ে প্রায় ২-২.৫ বছর লেগে যেত এবং ১৫- ২০ বার অফিসে যাতায়াতে প্রায় ১০,০০০/- টাকার মত খরচ হতো। ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ব্যহত হতো। যা কমিয়ে এনে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। পূর্বে

- SA&T Act 1950 এর 148 ও 151 ধারা অনুযায়ী Admission hearing হতো না
- তদন্তের কোন ফরমেট ছিল না
- নথি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ছিল
- কোন Database ছিল না

❖ প্রকল্পের উপকার ভোগীঃ

ক. উপকারভোগী কারাঃ নাটোর জেলার আপামর জনসাধারণ

খ. সংখ্যাঃ প্রায় ২০০০ জন (ফেব্রুয়ারী ১৬ পর্যন্ত)

গ. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য প্রকল্পসৃষ্ট সুবিধাঃ শুনানীতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়

গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল:

সময় (দিন)	পূর্বে	প্রত্যাশিত ফলাফল	বর্তমান/ অর্জিত ফলাফল
খরচ (টাকা)	মামলা প্রতি ১০০০০/- টাকা (আনুমানিক)	মামলা প্রতি ৪০০০/- টাকা (আনুমানিক)	মামলা প্রতি ১০০০/- /২০০০/- টাকায় নামিয়ে আনা (আনুমানিক)
যাতায়াত (বার)	১২-১৫ বার	৬-৮ বার	৩-৪ বার

অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল/ অন্যান্য সুবিধা	অর্জিত ফলাফল
<ul style="list-style-type: none"> <li>• বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে নাটোর রাজস্ব আদালতের মামলা তথ্য দেখা যায়</li> <li>• সময় এবং যাতায়াত কমেছে</li> </ul>	বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে নাটোর রাজস্ব আদালতের মামলার তথ্য দেখা যায়

আমার প্রকল্পের জন্য তৈরী ডাটাবেইজটি একদিকে উপকারভোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মামলা সমূহ তদারকি করা সহজ যা সকল জেলায় ব্যবহার করা সম্ভব।

❖ উদ্ভাবনটিতে কী শিক্ষণীয় রয়েছেঃ

- নিয়মিত তদারকি করে নির্দিষ্ট বিরতিতে সহকর্মীদের নিয়ে সভা করলে সহকর্মীদের মোটিভেট করা যায়
- নিয়মিত পরিশ্রম করে যাওয়া

❖ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

- এরূপ নথির টপ সিটের মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে

A2i Express

রাজস্ব আদালত  
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নাটোর।

বিবিধ (আপীল/রিভিউ/কিডিশন) মামলা নংঃ ০৬/১৬

আবেদনকারী/বাদী	প্রতিপক্ষ/বিবাদী
মতিউল উদ্দিন	আব্দুল হক উদ্দিন

ধার্য তারিখ

ক্রমিক নং	পরবর্তী ধার্য তারিখ
১	২৩/০২/১৬
২	৬/৪
৩	২/৭/৬
৪	২০/৭
৫	০৭/৯
৬	
৭	

Prepared by: Md. Tawfiq Al Mahmud, ADC (Rev), Natore

- তদন্তের সুনির্দিষ্ট ফরমেটে যে ফরমেটে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন দিয়ে থাকেন

## A 2i Express

সংশোধন-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
..... উপজেলা / ইউনিয়ন ভূমি অফিস  
..... নাটোর।

স্মারক নং-

তারিখ:

### তদন্ত প্রতিবেদন

বিষয়: [সম্পত্তি ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।]

পক্ষগণের নাম

প্রতিপক্ষের নাম

### তফসিল

১. আবেদনকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (সংযুক্তি নং সহ):

২. প্রতিপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (সংযুক্তি নং সহ):

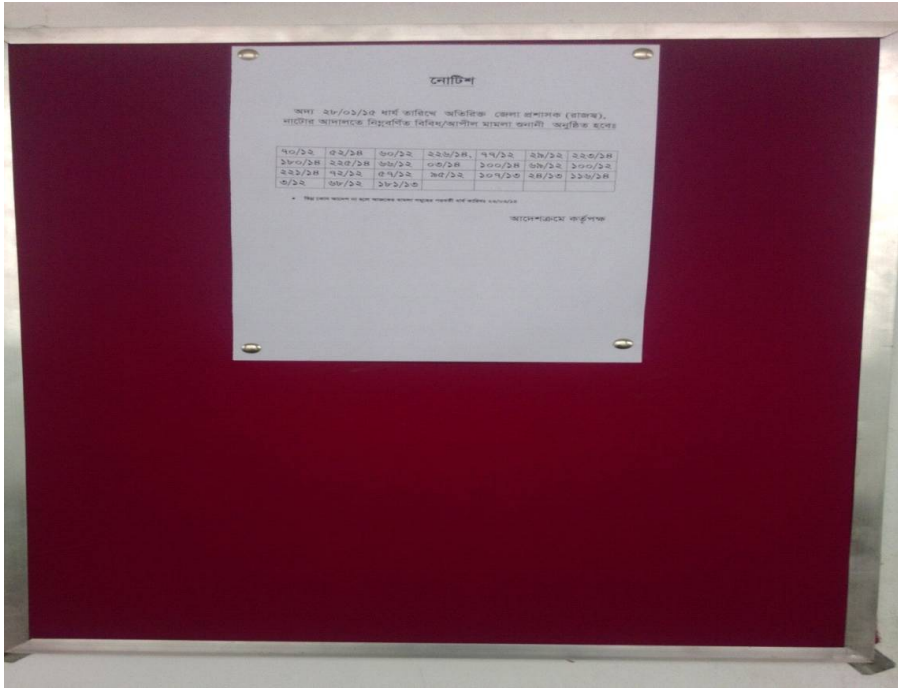
৩. উভয় পক্ষের বক্তব্যের পর্যালোচনা:

৪. সুনির্দিষ্ট মতামত:

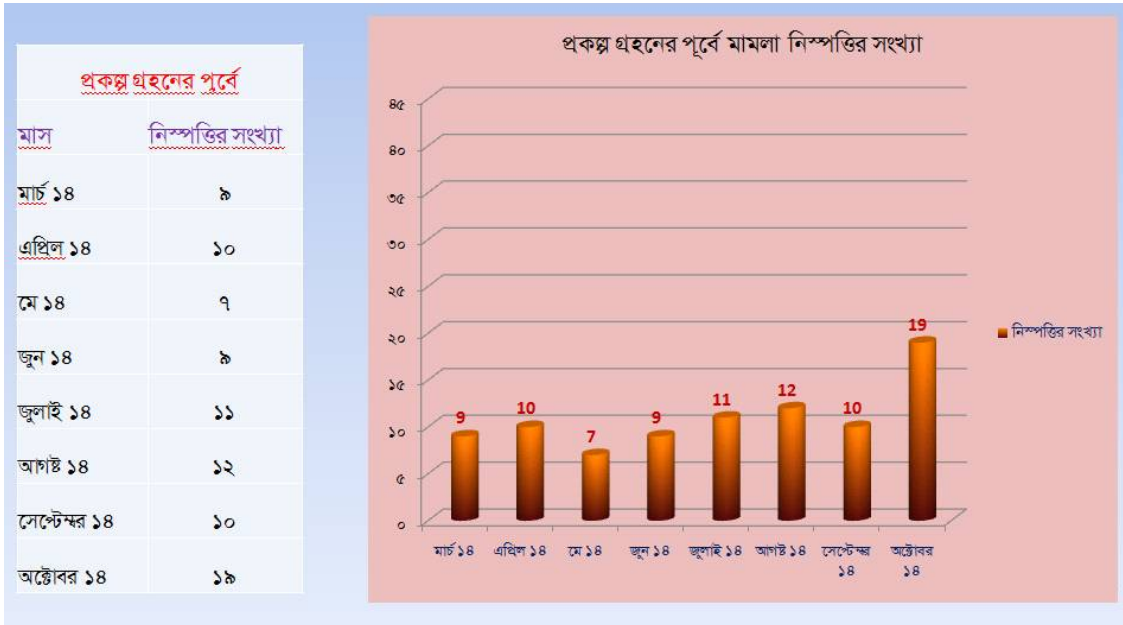
উপস্থাপিত সংযুক্তি হিসেবে অনুলিপি নোটেস ও উপস্থিত পক্ষগণের হাজিরা অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।

Prepared by: MO. Tawfiq Al Mahmud, ADC (Rev), Natore.

- নির্ধারিত তারিখে শুনানীর পূর্বে নোটিশ বোর্ডে মামলার তথ্য দেয়া হয়

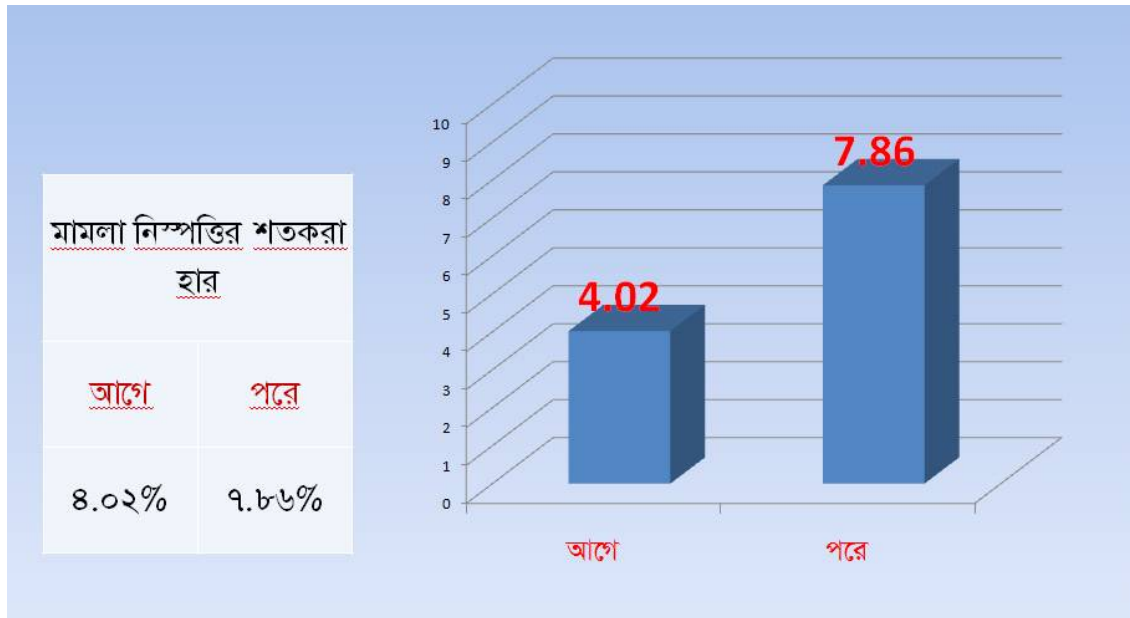


- ফলাফল

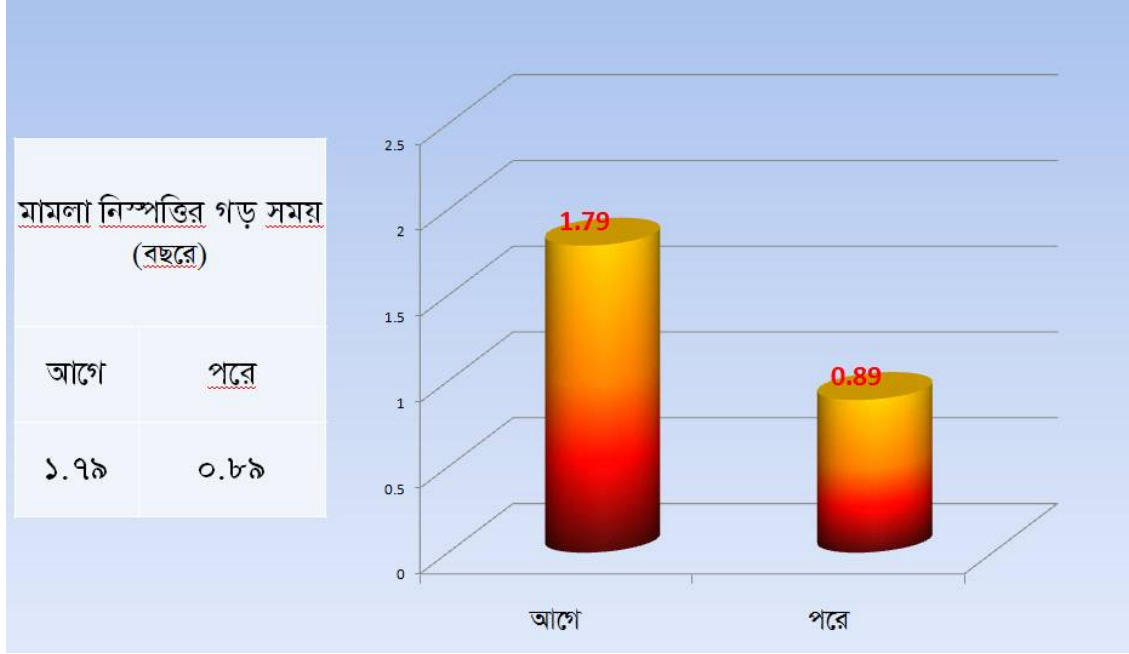




- মামলা নিষ্পত্তির হার পূর্বে ও পরে



- মামলা নিষ্পত্তির গড় সময়ের তুলনা পূর্বে ও পরে



- সহকর্মী মোটিভেশন



- ডাটাবেইজের বৈশিষ্ট্যঃ
- প্রতিটি মামলার তথ্য উক্ত ডাটাবেইজে থাকে
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং আপীল আদালত সমূহ আদালতের কার্যক্রম Real Time মনিটর করতে পারেন
- অধস্বয়ন অফিস তার সংশ্লিষ্ট তথ্য Query করে ডাটাবেইজ থেকে পেতে পারে
- পক্ষগন Query করে তাদের সংশ্লিষ্ট তথ্য দেখতে পারেন
- ডাটাবেইজ (Online Database) টি ইতিমধ্যেই তৈরী করা হয়েছে যার

ঠিকানাঃ [http://demo.xeroneit.net/adc\\_natore](http://demo.xeroneit.net/adc_natore)

সামলা নং	উপজেলা	পরবর্তী খার্ব তারিখ	আবেদনকারীর নাম	আবেদনকারীর ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম	প্রতিপক্ষের ঠিকানা	উপজেলা	বিবরণ
1	০৭/১৩	2016-02-22	সুদেব চন্দ্র সরকার	সাং- আরকানি	ইত্যাক আলী	সাং- আরকানি	সিংজ	খারিজ কেস নং-১৮১৮/১৯৯০ বাতিলের আবেদন।
2	৭০/১৪	2016-02-22	আমজাদ হোসেন	সাং-পাকুরিয়া	অদনব বিবি	সাং-পাকুরিয়া	সিংজ	২২৪/১৩-১৪ মিস কেসের বিরুদ্ধে আপীল।
3	১১০/১৪	2016-02-22	আনাল উদ্দিন	সাং- হাশিমপুর	আবনব আলী	সাং- হাশিমপুর	লালপুর	পি,এল কেস বাতিলের আবেদন
4	৭৪/১৪	2016-02-22	বুতম আলী	সাং-গোয়ালবাড়িয়া	আবেল আলী	গোয়ালবাড়িয়া	সিংজ	খারিজ কেস নং-১৩৫২/৯১-৯২ বাতিলের আবেদন।
5	৭৪/১৪	2016-02-22	বুতম আলী	সাং-গোয়ালবাড়িয়া	রমজান আলী	গোয়ালবাড়িয়া	সিংজ	খারিজ কেস নং-১৭০৮/৯২-৯৩ বাতিলের আবেদন।
6	০৯/১৪	2016-02-22	আব্দুল খলিফা	সাং-নিমাকদমা	মাহমুদা খাতুন	হলহরিয়া	সিংজ	খারিজ কেস নং-৯৮৩/৯২-৯৩ বাতিলের আবেদন।
7	১৭/১১	2016-02-22	কহিম উদ্দিন	সাং-লালমনিপুর	ওচমান আলী	সাং-লালমনিপুর	নাটোর সদর	৫৫/১০-১১ মিস কেসের বিরুদ্ধে আপীল।
8	১১০/১৪	2016-02-22	অবিতান নেতা	সাং-মহেশচন্দ্রপুর	ওয়াজেদ আলী	সাং-কলয়াবাড়ী	সিংজ	৪২২/৭৬-৭৭ নং খারিজ বাতিলের আবেদন
9	২২১/১৪	2016-02-17	আব্দু হারার বেগম	সাং- বেলখরিয়া	হাফেজা বেগম	সাং- বেলখরিয়া	নাটোর সদর	৭২/১৩ মিস কেসের বিরুদ্ধে আপীল।
10	২৪/১৩	2016-02-17	শামসুর রহমান	সাং- আতাকিনী	মোফিয়া বেগম	সাং- কুলবাড়িয়া	সিংজ	খারিজ কেস নং-৩৫৩৯/০৫-০৬ বাতিলের আবেদন।

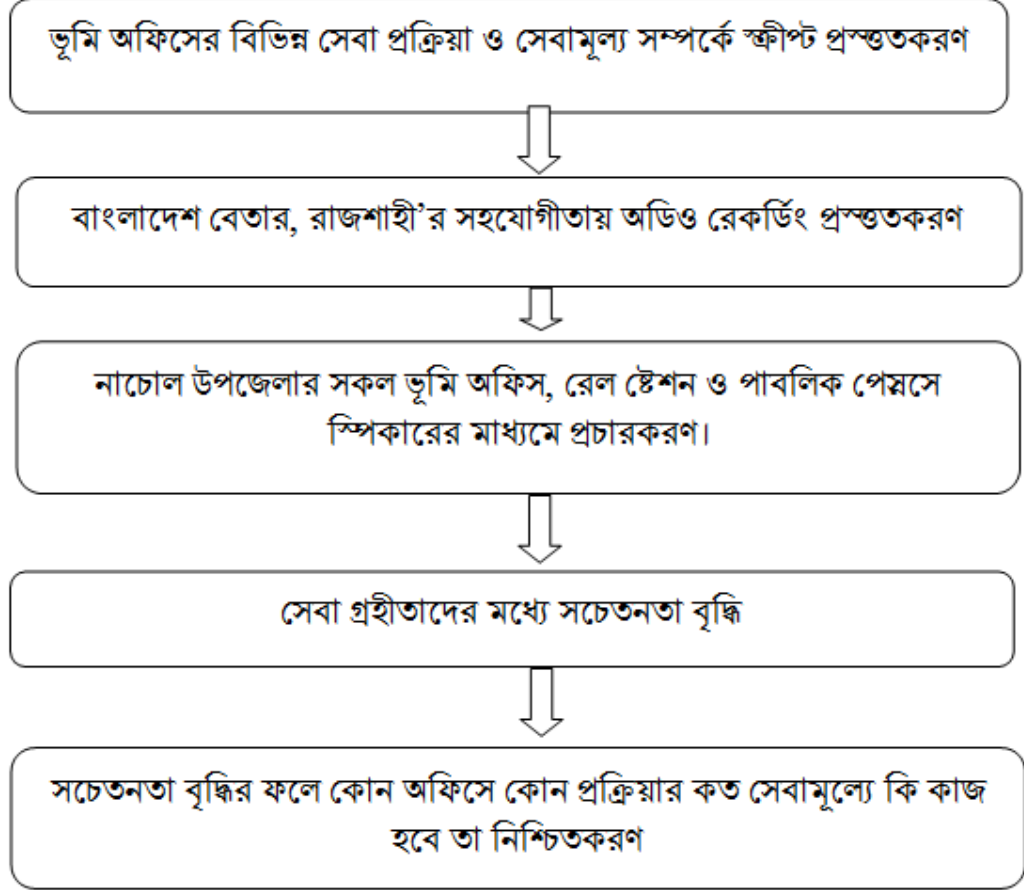
প্রকল্পটির জাতীয় / স্থানীয় স্বীকৃতি / পুরস্কারঃ **বিভাগীয় ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রাপ্তি**

পাইলট প্রকল্পটি শুরুর তারিখ এবং সম্পন্ন হবার তারিখঃ ১লা নভেম্বর ২০১৪ এবং ৩১ মার্চ ২০১৫

বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং: মো: তৌফিক আল মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাঃ), নাটোর।

### 32। অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ।

- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ উপজেলা ভূমি অফিস, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ❖ সমস্যাটি কি ছিলঃ সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রক্রিয়া ও সেবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- ❖ কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছেঃ



- ❖ সমস্যার সমাধানের মধ্যে উদ্ভাবন কি ছিলঃ ভূমি সেবার জটিল বিষয় সহজীকরণের লক্ষ্যে সহজ ভাষায় অডিও রেকর্ডিং ও জনসমাগমে স্পীকারের মাধ্যমে প্রচার।
- ❖ বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা কি ছিলঃ নিরক্ষর/অল্প শিক্ষিত সেবা গ্রহীতাদের সেবা সম্পর্কে অজ্ঞতা যার ফলে সময় লাগে ৯০ দিন, খরচ হয় প্রায় ৫০০০/-টাকা এবং যাতায়াত হয় প্রায় ১০-১২ বার।
- ❖ জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছেঃ অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে জনগণ সেবা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সময় প্রায় ০৭দিন কম লাগছে, খরচ প্রায় ৪৮০০/-টাকা কম লাগছে ও যাতায়াত ০৩ বার কম লাগছে।
- ❖ উদ্ভাবনটিতে কি শিক্ষনীয় রয়েছেঃ নিরক্ষর/অল্প শিক্ষিত জনগণ সহজেই অডিও রেকর্ডিং শুনে সেবা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে এবং উপকার পেতে শুরু করেছে।

--- সমাপ্ত ---